বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>255 >>13 Ashar 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২৫৫ >> << ১৩ই, আষাঢ় ১৪৩০>>

অক্টোবর মাসে ভারতে শুরু হয়ে দেড় মাস ধরে চলবে ক্রিকেটের বিশ্বকাপ

লন্ডন ঃ অক্টোবর মাসে শুরু হওয়ার পরে প্রায় দেড়মাস ধরে চলবে ভারতের মাঠে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের আসর। উদ্বোধন হবে এই বছরের ৫ অক্টোবর ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচ দিয়ে। ফাইনাল হবে ১৯ নভেম্বর গুজরাতের আমদাবাদে। ভারতপাক ম্যাচও আমদাবাদে প্রধানমন্ত্রী মোদীর শহরে আমেদাবাদে। ওই শহরেই থাকেন বোর্ড সচিব জয় শাহ। এবারের বিশ্বকাপে আয়োজক দেশ হিসেবে ভারত প্রথম ম্যাচ খেলছে না। এমন ঘটনা হয়েছিল ১৯৯৬ সালেও। সেবারও বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হয়েছিল ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে। ভারতীয় দল বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলবে ৮ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে। ভারত বিশ্বকাপের মোট ৫টি লিগ ম্যাচ খেলবে রবিবারে। ২টি ম্যাচ হবে বুধবারে। ১টি করে ম্যাচ বৃহস্পতিবার ও শনিবারে। ভারত রবিবারে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। রবিবার বেশি ভারতের ম্যাচ ফেলার একটাই কারণ, যে টিভি চ্যানেল সম্প্রসারণের দায়িত্ব পেয়েছে তাদের দেওয়া শর্ত। তারা চায় রবিবার ছুটির দিনে খেলা হলে টিভিতে বেশি মানুষ খেলা দেখবেন। মোট দশটি শহরে বিশ্বকাপের মূলপর্বের ম্যাচগুলি খেলা হবে। তিরুবনন্তপুরম, গুয়াহাটি ও হায়দরাবাদে খেলা হবে প্রস্তুতি ম্যাচগুলি। ভারত হায়দরাবাদ ছাড়া ৯টি শহরে লিগের ম্যাচে মাঠে নামবে।

বাজার দর

SENSEX : 63915.42 +499.39
NIFTY : 18972.10 +154.70

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
27.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18 .38 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .05 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ভারতে বিজেপি বিরোধী মহাজোটকে কটাক্ষ করে বিরোধীদের দূর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বললেন নরেন্দ্র মোদী

ভোপাল ঃ ভারতে বিহারের পাটনায় সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের বাড়িতে গত শুক্রবার ২৩ জুন বৈঠকে বসেছিলেন দেশের ১৫টি বিরোধী দলের নেতা নেত্রীরা। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে একসঙ্গে লড়াই করার অঙ্গীকারবদ্ধ হন সকলে। লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে হারানোর জন্য এক জোট হওয়ার 'গ্যারান্টি' দিয়েছিলেন বিরোধীরা। মঙ্গলবার ২৭ জুন বিরোধী জোটের সেই 'গ্যারান্টি'কে কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এখন একটা নতুন শব্দ শুনতে পাচ্ছি গ্যারান্টি। কিন্তু বিরোধীদের গ্যারান্টি শুধু দুর্নীতিতেই। কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির গ্যারান্টি দিতে পারেন তাঁরা। মোদী আরও বলেন, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন তিনি। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে একটি জনসভায় যোগ দেন নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকেই বিরোধীদের আক্রমণ করেন তিনি। বিশেষত মোদীর নিশানায় ছিল পাটনার বৈঠক। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, দিন কয়েক আগে বিরোধীদের বৈঠকের ছবি বেরিয়েছে। সেই ছবি দেখলে আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন সেখানে প্রত্যেকে মিলিয়ে ২০ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে। কংগ্রেস একাই তো লাখ লাখ কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। এরপরই মোদী বলেন, এই দলগুলির শুধুমাত্র দুর্নীতির অভিজ্ঞতা আছে। তাদের একমাত্র গ্যারান্টি আছে দুর্নীতিতে। দেশ এই গ্যারান্টি গ্রহণ করবে কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কিন্তু এখানে মোদীর একটা গ্যারান্টি আছে। সেটা হল প্রতিটি দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কিছু লোক আছেন, যাঁরা শুধু তাঁদের দলের জন্যই টিকে আছেন। তাঁরা কেবল দলের উপকার করতে চান, কারণ তাঁরা দুর্নীতির কমিশন পান। তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করতে চান না বললেই এই পথ বেছে নিয়েছেন। মোদী বললেন, বিজেপি কর্মীদের দায়িত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষকে এইসব দুর্নীতির কথা বলতে হবে। ২৩ জুন বিরোধী বৈঠক নিয়ে বিজেপির অন্যান্য নেতা মন্ত্রীরা মুখ খুললেও প্রধানমন্ত্রী মোদী এতদিন কিছুই বলেননি। বিদেশ সফর থেকে ফিরেই এদিন ভোপালের জনসভায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকেই বিরোধী জোটকে আক্রমণ করেন তিনি।

দুই দিনের মণিপুর সফরে রাহুল

নয়া দিল্লি ঃ অশান্ত মণিপুরে আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন রাহুল গান্ধী। মণিপুরে সংঘর্ষে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৪০।

গত ৩ মে থেকে উত্তপ্ত মণিপুর। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে কুকি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেইতেইদের। ঘরছাড়া প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। এই পরিস্থিতিতে আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলতে মণিপুরে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের অভিযোগ, মণিপুর যখন জ্বলছে, তখন অ্যামেরিকা সফর করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কিন্তু মণিপুরে যাওয়ার সময় পাচ্ছেন না তিনি। কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতি এবং শুক্রবার মণিপুর সফরে যাবেন রাহুল। তবে তার সফরসূচির বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়নি। এর আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মণিপুর সফরে গেছেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং সেনার সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। শান্তি ফেরানোর আর্জি জানিয়েছেন সব পক্ষের কাছে। কিন্তু অশান্তি থামেনি। বরং শাহের সফরের পর বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ বেড়েছে। সেনাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন স্থানীয় মানুষ। সেনার হাতে আটক হওয়া ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে নিয়েছেন।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল অভিযোগ করেন, দেড় মাস ধরে মণিপুরে সহিংসতা চলছে। অথচ এখনো পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী এবিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। তিনি জানিয়েছেন, রাহুল ঘরছাড়াদের শিবিরগুলি পরিদর্শন করবেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। মণিপুরে ঘরছাড়াদের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজারে গিয়ে ঠেকেছে। বহু মানুষ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আক্রান্তদের ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি হিসেবে সহিংসতার বলি এখনো পর্যন্ত ১৪০। অসামরিক সূত্রের দাবি সংখ্যাটি দেড়শর কাছাকাছি। মণিপুরে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মেইতেই গোষ্ঠীর। দীর্ঘদিন ধরে তারা জনজাতির মর্যাদা চাইছে। সংখ্যালঘু কুকি জনজাতির মানুষ এর বিরোধিতা করছে। এই নিয়েই গত ৩মে মণিপুরে তীব্র সংঘর্ষ হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে। সেই সংঘর্ষের জের এখনো চলছে। সেনার হাতেও বেশ কিছু সশস্ত্র আঃদোলনকারী নিহত হয়েছে।

ইসলামিক স্টেটের নেতৃত্বে সহিংসতায় আফগানিস্তানে ১ হাজার বেসামরিক ব্যক্তি নিহত ঃ জাতিসংঘ

জেনেভা ঃ জাতিসংঘ মঙ্গলবার বলেছে, তালিবান সরকার প্রায় ২ বছর আগে আফগানিস্তানের ক্ষমতা পুনর্দখল করার পর থেকে বোমা হামলা ও অন্যান্য জঙ্গি সহিংসতায় ১ হাজারেরও বেশি বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আফগানিস্তানে অবস্থিত জাতিসংঘের সহায়তা মিশন (ইউএনএএমএ) ২০২১ এর ১৫ আগস্ট থেকে শুরু করে এ বছরের মে পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৭৪ জন বেসামরিক ব্যক্তি হতাহতের ঘটনা নথিভুক্ত করেছে, যার মধ্যে মৃতের সংখ্যা ১ হাজার ৯৫। প্রতিবেদনে জানানো হয়, মৃতদের মধ্যে ৯২ জন নারী ও ২৮৭টি শিশু রয়েছে।

মৃতদের বেশিরভাগ বা সুনির্দিষ্টভাবে, ৭০১ জন ঘরে বানানো বিস্ফোরক উপকরণ বা আইইডি'র আঘাতে নিহত হন। জনবহুল এলাকায় এসব হামলা চালানো হয়, যার মধ্যে আছে উপাসনার জায়গা, স্কুল ও বাজার। ইউএনএএমএ বলছে ইসলামিক স্টেটের আঞ্চলিক সহযোগী, ইসলামিক স্টেট খোরাসান অথবা আইএস কে বেশিরভাগ আইইডি হামলার জন্য দায়ী, যার মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলাও অন্তর্ভুক্ত। সংস্থাটি উল্লেখ করে, তালিবান কাবুলের ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে এই জঙ্গি সংগঠনের হামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য আকারে বেড়েছে। ইউএনএএমএ'র মানবাধিকার সেবা প্রধান বেসামরিক ব্যক্তির ওপর হামলাকে নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এগুলো বন্ধের আহ্বান জানান। ফিওনা ফ্রেজার বলেন, বেসামরিক ব্যক্তিদের ওপর চালানো আইইডি হামলার নিরপেক্ষ, পক্ষপাতহীন, দ্রুত, পূর্ণাঙ্গ, কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বচ্ছ তদন্ত প্রক্রিয়া পরিচালনার মাধ্যমে মানুষের জীবন ধারণের অধিকার সমুন্নত রাখা কর্তৃপক্ষের জন্য অত্যন্ত গুরুতর। ইউএনএএমএ ২০২০ সালে ৩ হাজারেরও বেশি বেসামরিক ব্যক্তির মৃত্যু নথিভুক্ত করে এবং ২০২১ এর শুধু প্রথমার্ধেই এই সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৬৫৯। এসব মৃত্যুর জন্য সংস্থাটি তৎকালীন বিদ্রোহী সংগঠন তালিবান ও অন্যান্য সরকার বিরোধী সশস্ত্র সংগঠনগুলোকে মূলত দায়ী করেছিল।

ট্রাম্প অত্যন্ত গোপনীয় নথি নিয়ে আলাপ করেছেন, অডিও রেকর্ডিংয়ে প্রকাশ

নিউ ইয়র্ক ঃ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের হাতে একটি অডিও রেকর্ডিং এসেছে যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে ২০২১ সালে অফিস ছেড়ে যাওয়ার পর এক লেখকের সঙ্গে ইরানে হামলা চালানো বিষয়ক গোপন নথি নিয়ে আলাপ করতে শোনা গেছে। গত মাসে তার বিরুদ্ধে আনা বেআইনিভাবে গোপন সরকারী নথি রেখে দেওয়া ও ফেডারেল তদন্ত প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ আনার সময় ফেডারেল কৌসুলিরা এই কথোপকথনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করেন। সিএনএন, দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ও দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস সোমবার এই অডিও ক্লিপ প্রকাশ করেছে, যেখানে ট্রাম্প কিছু প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন। এই প্রতিবেদনে জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ চেয়ারম্যান জেনারেল মার্ক মিলি আশংকা প্রকাশ করেন, ট্রাম্প ২০২০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর ইরানের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করতে পারেন। রেকর্ডিংয়ের নেপথ্যে কাগজ নাড়াচাড়া করার শব্দ শোনা যায়। ট্রাম্প বলেন, মিলির ব্যাপারে বলতে গেলে, আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দেব। তিনি জানান, আমি ইরানে হামলা চালাতে চাই। এটা কি বিস্ময়কর নয়? আমার কাছে বড় একটি কাগজের স্তূপ আছে (সেখান থেকে) এ নথি আমি এমনি এমনি খুঁজে পাই। দেখুন, সে এরকমই, তারা আমার কাছে এটি উপস্থাপন করেছিল। আমি এটা অফ দ্য রেকর্ড বলছি, কিন্তু তারা এটা আমার কাছে উপস্থাপন করে। সে এরকমই। তার ও প্রতিরক্ষা বিভাগের কাজ এরকমই। এতে আমি খুব সহজেই মামলা জিততে পারি, জানেন?, বলেন ট্রাম্প। কিন্তু বিষয়টা হল, এটা খুবই গোপনীয় ছিল। এটা গোপন তথ্য।

ট্রাম্প পরবর্তীতে বলেন, দেখুন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমি এটাকে ডিক্লাসিফাই করতে পারতাম। কিন্তু এখন আর পারছি না।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ওভাল অফিস থেকে হোয়াইট হাউজের বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া সব নথিকে ডিক্লাসিফাই করার জন্য তার কাছে একটি স্ট্যান্ডিং অর্ডার ছিল। জুনে আদালতে হাজির হয়ে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন।

আবহাওয়া খারাপ

মমতার চোট কতটা গুরুতর? তিনি আবার কবে প্রচারে যেতে পারবেন?

হেলিকপ্টারের জরুরি অবতরণ, মমতা আহত

কলকাতা ঃ হঠাৎ করে আবহাওয়া খারাপ। জরুরি ভিত্তিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে নামলো হেলিকপ্টার। পায়ে ও কোমরে চোট মুখ্যমন্ত্রীর।

জলপাইগুড়ির মালবাজারে পঞ্চায়েতের প্রচার করতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা শেষ করে হেলিকপ্টারে বাগডোগরা যাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক ছিল, বাগডোগরা থেকে কলকাতা ফেরার বিমান ধরবেন। কিন্তু মাঝপথে আবহাওয়া খারাপ হয়।

ঘন মেঘে ঢেকে যায়। শুরু হয় ঝড়। তখন বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের উপর দিয়ে উড়ছে হেলিকপ্টার। ফলে চালক সেখানে নামাতে পারেননি। তিনদিকে কালো মেঘ ছিল। একদিকে আকাশ পরিষ্কার। সেদিকেই হেলিকপ্টার চালাতে শুরু করেন চালক। সেটা ছিল শিলিগুড়ির দিক।

শিলিগুড়ির কাছে শালুগাড়ার পাশে সেবক এয়ারবেস। সেখানেই মমতাকে নিয়ে হেলিকপ্টার জরুরি ভিত্তিতে নামে। মমতার সঙ্গে ছিলেন এক সাংবাদিক ও দেহরক্ষী। সেখান থেকে গাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বাগডোগরা। তারপর বিমানে কলকাতা।

দমদম বিমানবন্দর থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সোজা এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অ্যাম্বুলেন্সও তৈরি ছিল। কিন্তু তিনি গাড়িতে যান। এসএসকেএমেও হুইল চেয়ার ছিল। কিন্তু মমতা হেঁটেই যান। তাকে খুড়িয়ে খুড়িয়ে হাঁটতে দেখা যায়। হাসপাতালে তার এমআরআই স্ক্যান করা হয়। এই সরকারি হাসপাতালের ডিরেক্টর মণিরত্ন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মমতার বাম পায়ে এবং বামদিকের হিপ জয়েন্টে লিগামেন্টে চোট লেগেছে। তাকে হাসপাতালে থাকতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা মানেননি। মমতা জানিয়েছেন, তিনি বাড়িতেই থাকবেন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে চলবেন।

জুলাই মাসের গোড়ায় মুখ্যমন্ত্রীর বীরভূম গিয়ে প্রচার করার কথা। অনুব্রত জেলে। তাই সেখানে সংগঠন মমতাই সামলাচ্ছেন।

প্রশ্ন হলো, মমতার চোট কতটা গুরুতর? তিনি আবার কবে প্রচারে যেতে পারবেন? এই দুই প্রশ্নের জবাব আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া যায়নি।

তবে বিরোধী দলগুলি কটাক্ষ করে প্রশ্ন তুলেছে, নির্বাচন এলেই মমতা কেন আঘাত পান? সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, ''ভোটের আগে এরকম দুর্ঘটনা হলেই আশঙ্কা হয়, মুখ্যমন্ত্রী আবার হুইল চেয়ারে মাথায় ফেট্টি বেঁধে সিপিএমকে গালাগালি করবেন।''

বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ''প্রতিবার নির্বাচনের আগে কেন পায়ে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী? বারবার চোট পাওয়া মানে তা শুভলক্ষণ নয়।''

তৃণমূলের দাবি, বিরোধী নেতাদের একটুও সৌজন্য ও শালীনতা নেই। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন বলেছেন, ''বাংলার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে। তিনি প্রচারে নামুন বা না নামুন, মানুষ তার কাজ দেখে ভোট দেবেন।''

গত বিধানসভা ভোটের আগে মমতা নন্দীগ্রামে পায়ে আঘাত পান। তারপর তিনি হুইল চেয়ারে করে পদযাত্রা করেছেন, ভাষণ দিয়েছেন। এবার চোট পাওয়া অবস্থায় তিনি প্রচারে যেতে পারবেন কি না, তা স্পষ্ট নয়। আগামী ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট। তার দুইদিন আগে প্রচার বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে মমতার হাতে প্রচারের জন্য বেশি সময়ও নেই।

বাংলা দৈনিক জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

জেলা জুড়ে রাতভর বিক্ষিপ্ত ভাবে শুরু হয়েছে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি

জলপাইগুড়ি ঃ রাতভর বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি পাহাড় এবং সমতলে। তিস্তা ব্যারেজ থেকে জল ছাড়ায় এনএইচ ৩১ জলঢাকার সংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করেছে সেচ দপ্তর। জল বাড়ছে তিস্তা এবং করলা নদীতেও।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষে বর্ষা প্রবেশ করলো জেলায়। তবে জলপাইগুড়িবাসী জানাচ্ছেন জলপাইগুড়ি শহর বা জেলা জুড়ে যে তাপমাত্রা তৈরি হয়েছিল তাতে অনেকটাই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে জেলা বাসিকে। তবে বর্ষা প্রবেশ করাতে অনেকটাই স্বস্তি জেলা বাসি। তারা জানাচ্ছেন এ ধরনের গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সম্মুখীন তারা কোন দিনই হননি। এই প্রথম এ ধরনের তাপমাত্রা সম্মুখীন হয়েছে জেলা বাসি।

বিজেপি প্রার্থীর দেওর কে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

কোচবিহার ঃ বিজেপি প্রার্থীর দেওর কে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা দুই নম্বর ব্লকের কিসামত দশগ্রাম এলাকায়। গতকাল রাত আনুমানিক একটা নাঘাত ওই বিজেপি কর্মীকে পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিজেপির দলীয় সূত্রে খবর মৃত বিজেপি কর্মীর নাম শম্ভু দাস। বিজেপির অভিযোগ বেশ কিছুদিন ধরে ই মনোনয়নপত্র তুলে নেওয়ার জন্য শম্ভু দাসের বৌদি বিশাখা দাসকে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। এবং গতকাল রাতে শম্ভু দাস বাড়ি থেকে বেরোলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাকে ধরার জন্য তাড়া করে। সে দৌড়ে পালাতে গেলে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি পাট ক্ষেতে পড়ে গেলে সেখানেই তাকে কুপিয়ে খুন করা হয়। গতকাল রাতে পুলিশ শম্ভু দাস কে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শম্ভু দাসের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া গোটা এলাকায়।

গৃহবধূর রহস্যমৃত্যুতে গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল এক গৃহবধু। রবিবার এমনি ঘটনায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার পাইকপাড়া এলাকায়। ইটাহার থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্মেঃট হাসপাতালে মর্গে পাঠায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানাযায়, এদিন পাইকপাড়া গ্রামের বাসিন্দা ফুলন দাস সকাল থেকে বাড়িতে সকলের সাথে স্বাভাবিক ভাবে মেলামেশা করে এবং এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে। তার স্বামী সকালে দিনমজুরের কাজে বাইরে যায়। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। এরপর ফুলন তার ভাই এর সাথে ফোনে কথা বলে। কিছুক্ষণ পর তার ভাই পাইকপাড়া এলাকায় দিদির বাড়িত্র এসে দেখে তার দিদি নিজের ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে ঝুলে আছে। ঘটনার খবর চাউর হতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় পাইকপাড়া এলাকায়। এলাকার বাসিন্দা সহ পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে ছুটে আছে। খবর দেওয়া হয় ইটাহার থানার পুলিশকে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ইটাহার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক ফুলন দাস নামে ওই গৃহবধূকে মৃত বলে ঘোষণা করে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে। এই ঘটনার একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে কেন ফুলন দাস এমন ঘটনা ঘটালো তা বুঝে উঠতে পারছে না তার পরিবারের সদস্যরা।

এবার জলপাইগুড়িতে প্রত্যাহারের চাপ, হুমকির অভিযোগ।

রাজ্যজুড়ে জেলার বিভিন্ন দিকে দিকে শাসক দলের বিরুদ্ধে লাগাম ছাড়া সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠছে তা নিয়ে শাসকবিরোধী জোর তর্জা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলগুলোর মনোনয়ন জমা দিতে না পেরে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে রাজ্যপালের দারস্ত হন। সুষ্ঠুভাবে ভোট করানোর দাবি তোলেন বিরোধীরা।

অন্যদিকে ক্যানিংয়ে গিয়ে রাজ্য পাল সিভি রমন বোস সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন করার জন্য হাইকোর্টের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে মানতে হবে বলে তিনি জানান। এরপর সেই ভয়ভৃতির পরিবেশ তৈরি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকেও। ইতিমধ্যে ফোন কল রেকর্ড ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যাতে শোনা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মী ও সিপিএমের এক প্রার্থীর স্বামীর সঙ্গে কথোপকথন। যেখানে শোনা যাচ্ছে তার স্ত্রী তার অনুমতি ছাড়া কিভাবে ভোটে দাঁড়িয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে তার হাটে বাজারে ব্যবসা করতে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। যাতে প্রার্থীর স্বামীর ব্যাবসায় কোন সমস্যায় না পড়ে তার জন্য প্রার্থীর স্বামীকে দেখা করার কথা বলছেন ফোনে। যদিও এই ফোন কল যাচাই করেনি চ্যানেল।

উল্লেখ্য বিডিও অফিসের ভিতরে ঢুকে নমিনেশন পর্বে এই প্রার্থীর ফর্ম ছিড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে শাসক দলের বিরুদ্ধে। পরে অবশ্য প্রশাসনের সহযোগিতায় নমিনেশন জমা দিতে পারে পারলেও এখনো চলছে প্রত্যাহারের হুমকি বলে অভিযোগ। অস্বীকার শাসক দলের নেতাদের।

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২১৯ নং বুথের সিপিএম প্রার্থী পায়েল রাজবংশী। স্বামী গৌতম হালদার হাটে হাটে মাছ বিক্রি করে সংসার চালান। কিন্তু তাদের অভিযোগ লাগাতার তাদের ফোনে এ ধরনের হুমকির সুরে কথা বলছেন তৃণমূলের নেতারা। নমিনেশন উইথড্র করার চাপ দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। যদিও এ বিষয়ে তারা কোতোয়ালি থানার দারস্ত হয়েছেন এবং লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন।

যদিও প্রার্থীর প্রস্তাবক ওই বুথেরই সিপিআই (এম) কর্মী নিতাই রাজবংশী জানান। যতই ভয়ভীতি প্রদর্শন করুক তাতে কোন কাজ হবে না আমরা পিছিয়ে যাওয়ার দল নই , আমরা লড়াই করে যাব বলে তিনি জানান।

জলপাইগুড়িতে ঝড়ের জেরে ব্যাপক বিপর্যয়, গাছ ও বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে ভেঙে পড়েছে বহু বাড়ি

জলপাইগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বর্ষার আগমন ঘটেছে।বর্ষার শুরুতে ঝড়ো হাওয়া এবং বিদ্যুতের ঝলকানিও রয়েছে।

রবিবার সকালে প্রচন্ড ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ময়নাগুড়ি ব্লকের হেলাপাকড়ি সংলগ্ন কাঠামবাড়ি ও পাখিনাগার বাড়ি এলাকা। ঝড়ের প্রকোপ এতোই বেশি ছিলো যে ইলেকট্রিক এর খুটি ভেঙ্গে পরে যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়।বিদ্যুতের খুটি ভেঙ্গে পড়াতে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে এলাকা। বড় দূর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় এলাকার মানুষ। ঝড়ে প্রায় ৩০টিরো বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।, কৃষি ফসলেরো ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। একাধিক গাছ ভেঙ্গে পড়েছে, যাদের বাড়ি ঘর ভেঙ্গে গেছে তাদের এখনো রান্নার জোগাড় হয়ে উঠতে পারে নি বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সমাজসেবীর একটি দল প্রত্যেকটি বাড়ি গিয়ে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন।

বেআইনি মাদক তৈরির সরঞ্জাম সহ দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার

মালদা ঃবেআইনি মাদক তৈরির সরঞ্জাম সহ দুই বিজেপি কর্মীকে গ্রেফতার করলো নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর কলকাতা জোনাল ইউনিটের অফিসারেরা। ধৃত দুইজন সম্পর্কে শ্বশুর এবং জামাই।ধৃতদের নাম ফেকু মন্ডল এবং তার জামাই চন্ডী মন্ডল শনিবার গভীর রাতে মালদার হবিবপুর থানার আইহো এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই দুই বিজেপি কর্মীকে তাদের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর কলকাতা জোনাল ইউনিটের কর্তারা।কিছুদিন আগেই ধৃতদের পরিবারের আরেক সদস্যকে বেআইনি মাদক পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল কালিয়াচক থানার পুলিশ। এরপরেই ওই পরিবারের আবারো দুইজনকে গ্রেফতার করেছে এনসিবি। এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে, ২ কেজি.৬৫০ গ্রাম আফিম, ৪ কেজি ৩৫০ গ্রাম সাদা রঙের পাউডার সোডিয়াম কার্বোনেট, প্লাস্টিক সহ ৭০ গ্রাম অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, প্লাস্টিকের বোতল সহ ৭৪০ গ্রাম অ্যাসিটিল ক্লোরাইড, ৪০০ গ্রাম সাবস্ট্যান্স হিরোইন। এসব বেআইনি উপকরণ দিয়ে ব্রাউন সুগার , হেরোইন জাতীয় মাদক প্রস্তুত করতো ধৃতরা বলে প্রাথমিক তদন্তে জানিয়েছে এনসিবি'র অফিসারেরা। রবিবার ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে মালদা আদালতে পেশ করে তদন্তকারী অফিসারেরা।

এদিন আদালতে যাওয়ার পথে ধৃত ফেকু মন্ডল স্বীকার করে জানিয়েছে, তাদের বাড়ি হবিবপুর থানার আইহো এলাকায় । তারা বিজেপি দলের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনেও তারা মিটিং, মিছিল প্রচারেও কাজ করেছে । তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী জানিয়েছেন, এটা বিজেপির কালচার। নতুন করে বলার কিছু নেই। ওদের দলের মধ্যে দুস্কৃতীরা যে যুক্ত রয়েছে, তা এদিনের ঘটনায় আরো একবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসন যাতে এই ধরনের দুস্কৃতীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে, সেই দাবি আমরা জানাচ্ছি। বিজেপির দক্ষিণ মালদার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী জানিয়েছেন, যারা ধরা পড়েছে তারা তৃণমূল দল করতো। এই ধরনের কোন অপরাধী বিজেপির দলের সঙ্গে যুক্ত নয়। এখন নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূল বিজেপির ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।

জরাজীর্ণ রাস্তা মেরামতের দাবিতে জাতীয় সড়কে জাম দেয় গ্রামবাসীরা

মালদা ঃ দীর্ঘ কয়েক বছরের সমস্যা আজও মেটেনি।ফের জাতীয় সড়ক অবরোধ করে ও টায়ার পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী।টানা প্রায় দুই ঘন্টা ধরে এই অবরোধ।রবিবার মালদার চাঁচল হরিশ্চন্দ্রপুর ৮১ নং জাতীয় সড়কের রানীকামাতের ঘটনা।ওই গ্রামের প্রবেশ ও বাহির পথ পর্যন্ত প্রায় দুই কিমি সড়ক খনাখন্দ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।পিচের চাদর উঠে গিয়ে তৈরি হয়েছে ছোট বড় গর্ত।সেই গর্তে জমে রয়েছে জল।আর সামান্য বৃষ্টি হলেই নিশ্চিহ্ন হয় জাতীয় সড়ক।ফলে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে বলে গ্রামবাসী জানাচ্ছেন।প্রশাসন ও সড়ক কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ।অবশেষে ভোটের প্রাক্কালের রবিবার সকাল জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসী। গ্রামবাসীর অভিযোগ,হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকা সহ প্রতিবেশী বিহার রাজ্য থেকে দৈনন্দিন এই সড়ক হাজারো মানুষ যাতায়াত করছেন।রাস্তা বেহাল থাকার রোগী ও প্রসূতি মায়েদের চরম সমস্যা হয়।এমনকি স্কুল পড়ুয়ারাও দুর্ভোগের মুখে পড়ে।

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যরা জলপাইগুড়িতে সমাবেশ করে

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ্য সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির মিছিল শহর জলপাইগুড়িতে। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দাবিতে সমস্ত মানুষ এক হও এই স্লোগানকে সামনে রেখে মিছিল মহিলা সমিতির। অভিযোগ মিনাখায় নমিনেশন জমা করতে গিয়ে তৃণমূল দুস্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত সারা ভারত গণিত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নেত্রী সোমা দাস চক্রবর্তী। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের লক্ষ্যে জলপাইগুড়ি শহরের মিছিল বের করেন গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির সদস্যরা।

গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল ময়নাগুড়ি ও ধুপগুড়িতে উল্লাস

জলপাইগুড়ি ঃ শনিবার স্কুটিনির পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অকাল হোলিতে মাতলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৮৩ নং বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে অনিমা রায় মনোনয়নপত্র জমা করেন। কিন্তু বেংকান্দি এলাকার ওই বুথে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন বলে জানা তিনি। শনিবার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে স্কুটিনির জন্য হাজির হন ওই বুথের প্রার্থী সহ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। আর স্কুটিনির পর উল্লাসে মেতে উঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের অনিমা রায় বলেন, গণতন্ত্রের রায়ে মানুষের কাজ করতে চাই। অন্যদিকে ময়নাগুড়ি ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায় বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রথম জয় পেলাম আমরা । ময়নাগুড়ি ব্লকের সব আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও এই প্রার্থী না দেওয়ার বিষয়টি বিজেপির পক্ষ থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয়েছে। এবিষয়ে ময়নাগুড়ির বিজেপি নেতা নিতাই রায় বলেন,তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে আমাদের কর্মী নেতা সকলকে ভয় দেখিয়েছেন। তাদের জন্যই আমাদের প্রার্থী মনোনয়ন জমা করেননি। গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী তৃণমূল ময়নাগুড়ি ও ধুপগুড়িতে উল্লাস। শনিবার স্কুটিনির পর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই অকাল হোলিতে মাতলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৮৩ নং বুথে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে অনিমা রায় মনোনয়নপত্র জমা করেন। কিন্তু বেংকান্দি এলাকার ওই বুথে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারায় তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছেন বলে জানা তিনি। শনিবার ময়নাগুড়ি বিডিও অফিসে স্কুটিনির জন্য হাজির হন ওই বুথের প্রার্থী সহ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। আর স্কুটিনির পর উল্লাসে মেতে উঠেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের অনিমা রায় বলেন, গণতন্ত্রের রায়ে মানুষের কাজ করতে চাই। অন্যদিকে ময়নাগুড়ি ১নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মনোজ রায় বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর প্রথম জয় পেলাম আমরা । ময়নাগুড়ি ব্লকের সব আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল কংগ্রেস। যদিও এই প্রার্থী না দেওয়ার বিষয়টি বিজেপির পক্ষ থেকে শাসকদলের বিরুদ্ধেই অভিযোগ আনা হয়েছে। এবিষয়ে ময়নাগুড়ির বিজেপি নেতা নিতাই রায় বলেন,তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে আমাদের কর্মী নেতা সকলকে ভয় দেখিয়েছেন। তাদের জন্যই আমাদের প্রার্থী মনোনয়ন জমা করেননি। এরই পাশাপাশি এদিন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল পিছিয়ে পড়া রাভা জনজাতির বাসিন্দা রবি রাভা। শনিবার স্ক্রুটিনি শেষের পর ব্লক কার্যালয়ে দাঁড়িয়ে জয়ের উল্লাসের কথা জানান রবি রাভা। তার কথায়, যেখানে বিরোধীরা বরাবর রাভা বস্তিতে সরকারি উন্নয়ন পৌছায়নি বলে অভিযোগ তুলে আসলেও এবারে তারাই কোনও প্রার্থী দিতে পারলো না সেই বুথে। উলটে রবি রাভার দাবী, সিপিএম আমলে রাভা জনজাতির মানুষেরা জমি আঃেদালন শুরু করেছিল।কিন্তু দীর্ঘ দিন জমির পাট্টার দাবী জানিয়ে আসলেও তা আজ ও পূরন হয় নি। কিন্তু রাজ্যে তৃনমূল কংগ্রেসের সরকার আসতেই পাট্টার দাবী পূরন হয়েছে। আজ রাভা বস্তির অধিকাংশ মানুষই জমির পাট্টা পেয়েছে। কারো আবার পাট্টা থেকে খতিয়ানও হয়েছে। যাদের এখনও বাকী রয়েছে,সেগুলিও দ্রুত হয়ে যাবে বলে অনুমান। এরই মধ্যে এলাকার এখনও যে সমস্ত কাজ হয়নি, সেগুলি সম্পন্ন করার জন্যেই এবার ঝাড় আলতা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫৯০ নং আসনে প্রার্থী পদে তৃনমূল কংগ্রেসের হয়ে লড়াইয়ে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাভা ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সাধারন সম্পাদক রবি রাভা। যদিও সরকারিভাবে সেই জয়ের ঘোষণা এখনো করা হয়নি। তবে ধরে নেওয়া যায় যেহেতু ময়নাগুড়ি ও ধুপগুড়ি তে এই দুটো বুথে বিরোধী দলের থেকে অন্য কোন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেননি তাহলে একমাত্র প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের রবি রাভাকেই জয়ী বলে ঘোষণা করা হতে পারে।

আগামী ৯ ই সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হবে ৭ তম বেঙ্গল ট্যাভেল মার্ট

শিলিগুড়ি আগামী ৯ ই সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আয়োজিত হবে ৭ তম বেঙ্গল ট্যাভেল মার্ট। শিলিগুড়ির একটি হোটেলে এই মার্ট আয়োজিত হবে। এতে বাংলাদেশ, নেপাল সহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্তরা অংশগ্রহণ করবে।

চুরির যাওয়া প্লাস্টিক দানার বস্তা সহ গ্রেফতার এক,তোলা হল আদালতে

জলপাইগুড়িঃ ফুলবাড়ীর একটি প্লাস্টিক দানা কোম্পানি থেকে চুরি যাওয়া প্লাস্টিক দানার বস্তা উদ্ধার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে এক ব্যক্তিকে। ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ফুলবাড়ীর একটি প্লাস্টিক দানা কোম্পানি থেকে মাঝেমধ্যে চুরি যায় প্লাস্টিক দানার বস্তা।এমন ঘটনায় সমস্যায় পড়ে কোম্পানির কতৃপক্ষ। গত ২৫ শে মে ফের চুরি যায় ৬০ টি প্লাস্টিকের দানার বস্তা। ঘটনার পরপরই ওইদিন এনজেপি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় কোম্পানির পক্ষ থেকে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। অবশেষে ১৭ই জুন অর্থাৎ শনিবার রাত্রে মেলে সাফল্য। এনজেপি এর সোয়াভিটা থেকে চুরির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় আলিয়া মোহাম্মদ নামে এক ব্যক্তিকে। ধৃতের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় সেই চুরি যাওয়া ২১টি প্লাস্টিক দানার বস্তা। রবিবার দুপুরে ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। এই ঘটনায় আরো কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় যান সিপিআই(এম) উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক

উত্তর দিনাজপুর । রবিবার সন্ত্রাস কবলিত এলাকায় যান সিপিআই(এম) উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনোয়ারুল হক সহ অন্যান্য নেতৃত্বে। দলে দলে মানুষ পা মেলালেন প্রতিবাদের কর্মসূচিতে। হাজার মানুষের জমায়েত ঘটলো দাসপাড়া গ্রামে। জনতা বুঝিয়েছেন যে গুলি চালিয়েও ভয় দেখানো যায়নি। ঘরে ঢুকে থাকছেন না। মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার পথে বিধায়কের বাড়ির সামনে এলোপাতাড়ি গুলি চলে গত ১৫ জুন। আহত কর্মীরা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা কষছেন। তাঁদের চিকিৎসার সব দায়িত্ব নিয়েছে পার্টি। প্রতিরোধে আঃেদালনে পুলিশের মিথ্যা মামলার খরচ জোগাবে পার্টি। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে বন্ধু সাথীরা ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করে আঃেদালনে সামিল হয়েছেন, আবার সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন।

বোদোকাকান মার্শাল আর্ট অর্গানাইজেশন দ্বারা আয়োজিত রাজ্য স্তরের কারাতে প্রতিযোগিতা

আলিপুরদুয়ার ঃ বোদোকাইকান মার্শাল আর্ট অর্গানাইজেশন দ্বারা হ্যামিলটনগঞ্জে একটি রাজ্য স্তরের কারাতে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। পাঁচটি রাজ্য বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্তিশগড় থেকে মোট ১৩০ জন প্রতিযোগী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। আয়োজক কমিটির তরফে প্রশানজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাজ্য স্তরের এই প্রতিযোগিতায় পাঁচটি রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিল।

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে আলিপুরদুয়ার জেলায় কংগ্রেসের জোরদার নির্বাচনী প্রচার শুরু হয়েছে

আলিপুরদুয়ার ঃ আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ১৩৩২ অংশের প্রার্থী তথা পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদিকা শ্যামলা ওঁরাও, ১৩৩৩ নং অংশের প্রার্থী অশোক ওঁরাও ও পঞ্চায়েত সমিতির ৫ নং অংশের প্রার্থী অনিতা ওঁরাও এর সমর্থনে মিছিল বের করা হয় ও প্রচার শুরু করা হয়। এদিন প্রার্থীরা মন্দিরে পুজো দিয়ে তাদের প্রচার শুরু করেন। এদিনের ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার ছিলেন সহসভাপতি জহরলাল আচার্য, সাধারন সম্পাদক শ্যামল সুত্রধর সহ অন্যান্য অঞ্চল নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

বিহার থেকে নাবালিকা অপহরণ হওয়ার ঘটনায় গ্রেফতার দুই

শিলিগুড়ি। গত ৪ মে ২০২২ বিহারের দ্বারভাঙ্গা জেলার বেহেরিয়া এলাকা থেকে নিখোঁজ হয় এক নাবালিকা । পরবর্তীতে নাবালিকার পরিবারের বেহেরিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ করে তারপরই অভিযানে নামে বিহার দ্বারভাঙ্গা বেহেরিয়া থানার পুলিশ।অভিযানে নেমে পুলিশ জানতে পারে নাবালিকাকে অপহরণ করে অপহরণকারীরা পৌঁছে যায় দিল্লি। তবে বিহার পুলিশ দিল্লী পৌঁছলে বিহার পুলিশকে ধুলো দিয়ে অপহরণকারীরা নাবালিকাকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।পরবর্তীতে অপহরণকারীদের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে অপহরণকারীরা রয়েছে শিলিগুড়ি শহরে। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি মাটিগাড়া থানা পুলিশের সহযোগিতায় নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় মাটিগাড়া থানার পুলিশ।ধৃতদের নাম গুড্ডু মল্লিক ও গণেশ মল্লিক। ট্রানজিট রিমান্ডে বিহারে নিয়ে যাওয়ার আর্জি জানিয়েছেন পুলিশ শিলিগুড়ি আদালতে

কোচবিহারে মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন নিশীথ প্রামাণিক

কোচবিহারঃ দিনহাটা ২ নং ব্লকের কিসামত দশগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের টিয়াদহ এলাকায় গত কাল রাতে খুন হয় শম্ভু সাস নামে এক ব্যাক্তি। পেশায় ছিলেন তিনি একজন গৃহ শিক্ষক। শম্ভু দাসের বৌদি এবারে পঞ্চায়েতে প্রার্থী এই কারনে তাকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ বাড়ির লোকের। সেই পরিবারের সাথে দেখা করতে গেলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশিথ প্রামানিক। দেখা করার পর তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, পশ্চিমবংগে কোন আইন চলছে না পুলিশ দলদাসে পরিনত হয়েছে। বিজেপি করার অপরাধে সাধারন মানুষের প্রান চলে যাচ্ছে। পুলিশ মিথ্যা মামলা দিয়ে বিজেপি কর্মীদের ফাসাচ্ছেন।

তৃনমূল মুখপাত্র পার্থ প্রতিম রায় জানান, বি এস এফের গুলিত নিহত হয় গৌতম বর্মনের। সেই পরিবারের সাথে তো দেখা করতে দেখা যায় নি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। আসলে তিনি সব জায়গায় রাজনীতি করে বেড়ান।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

মালদা জেলার কালিয়াচক ১নম্বর ব্লকের মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতাতে জিতে গেল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস

মালদা ঃমালদা জেলার কালিয়াচক ১নম্বর ব্লকের মোজমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতাতে জিতে গেল শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। ২০টি আসনের মধ্যে ২০টি আসনেই বিরোধীরা কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। শুধু তাই নয় এখানে তিনটি পঞ্চায়েত সমিতিও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতাতে জিতে গিয়েছে শাসক দল।

জানা গিয়েছে,চলতি মাসের ৮ই জুন পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষনা করে নির্বাচন কমিশন। ৯ই জুন থেকে মনোনয়ন শুরু হয় ১৫ই শেষ হয়। এরপরের দিন ১৬ই জুন থেকে স্ক্রুটনি শুরু হয়েছে।দেখা যায় মালদহের কালিয়াচক ১নম্বর ব্লকের মোজমপুর গ্রামপঞ্চায়েটি দখল নেয় শাসকদল। এই গ্রামপঞ্চায়েতের অধীনে ২০টি।তৃণমুলের দখলে ছিল ২০টি আসন। বিরোধী শুন্য হয়ে একছত্র মোজমপুর গ্রামপঞ্চায়েত দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। ২০২৩সালের পঞ্চায়েতে একছত্র গ্রামপঞ্চায়েত দখল করছে শাসক দল। যদিও বিরোধীদর অভিযোগ সন্ত্রাস করে তৃণমুল কংগ্রেস এই আসনে কাউক মনোনয়ন করতে দেয় নি।

মোজমপুর অঞ্চল সভাপতি তারিক আলী বিশ্বাস জানান, এখানে অন্য কেউ প্রার্থী দেয়নি। আমরাই তিনটিতে প্রার্থী দিয়েছি, অন্য কেউ দেয়নি। এখানে হুমকির কোন ব্যাপার নেই। এটা আজ থেকে নয়, ৩০-৩৫ বছর ধরে একই রকম হয়ে আসছে।গ্রামে উন্নয়ন হলে যা হয়। গ্রামের মানুষ যা চাইছে তাই পাচ্ছে অন্য দলের কি দরকার আছে। এখানে কাজের উপর ভিত্তি করে ভোট হয়।

জেলা কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক মোত্তাকিম আলম বলেন, আমরা দেখে এসেছি কালিয়াচকের মোজমপুর একটা সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে। আর তৃণমূল পার্টি তো সন্ত্রাস ছাড়া চলতে পারে না।আমরা ওখানে অনেক চেষ্টা করেছি। ওখানে আমাদের প্রার্থীদের ভয় দেখানো হচ্ছে। বিভিন্ন ভাবে তাদের বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখানো হয়েছে। সেই কারণেই আমরা সেখানে প্রার্থী দিতে পারিনি। যদি দেখা যায় গোটা মালদা জেলায় আমরা প্রার্থী দিতে পেরেছি।

দক্ষিণ মালদার জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরী জানান, মালদা জেলার মোজমপুর একটা চম্বলের মতো অবস্থা।এখানে ঢুকতে ভয় পায় সাধারণ মানুষ তো দুচ্ছায়।এখানে সমস্ত অঞ্চলে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস নমিনেশন করেছে। পঞ্চায়েত সমিতিত তৃণমূল কংগ্রেস নমিনেশন করেছে নমিনেশন করতে দেওয়া হয়নি। ওখানে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করেছে এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল তার প্রমাণ।

রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু নারায়ন চৌধুরী বলেন, কেউ যদি প্রার্থী না দিতে না পারে তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জি তো বলেছে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে না পারলে অভিযোগ করলে ব্যবস্থা করে দেবে।এরপরেও যদি প্রার্থী দিতে না পারে তাহলে আমরা কি করব। আমরা প্রার্থী দিতে কোথাও বাধা দিইনি।

আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেলো ডুয়ার্সের সব জঙ্গল,তিন মাস বন্ধ থাকবে জঙ্গল

জলপাইগুড়ি ঃ অন্যান্য জাতীয় উদ্যানের সাথে আজ অর্থাৎ ১৬ই জুন থেকে পর্যটকদের জন্য ৩ মাসের জন্য বন্ধ হয়ে গেলো গরুমারা ও চাপরামারী অভয়ারণ্যও।আগামী ৩ মাস পর্যটকরা জঙ্গলে ঢুকতে পারবে না। মূলত বর্ষার এই সময় বন্য জন্তুর দের প্রজননের সময়। এই সময় যাতে কোনোভাবেই বন্য জন্তুরা বিরক্ত না হয় সেই কারণে প্রতিবছর ১৬ই জুন থেকে জঙ্গলে প্রবেশ পর্যটকদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিন মাস বন্ধ থাকার পর পুজোর আগে ফের একবার খুলবে জঙ্গল। অনেক পর্যটক জঙ্গল বন্ধের খবর না জানার জন্য, বন্ধের দিনে মুর্তি থেকে জঙ্গলে যাওয়ার জন্য পর্যটক দের ভিড় ছিল ভালোই ।মুর্তি টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে আসেন বহু পর্যটক।মুর্তি থেকে চাপরামারী সহ অন্যান্য নজর মিনার যাওয়ার জন্য পর্যটকরা এদিন আসেন।পর্যটন ব্যাবসায়ী শেখ জিয়াউর রহমান বলেন,তিন মাস জঙ্গল বন্ধ থাকলেও পর্যটকরা ডুয়ার্সে আসতে পারেন।বর্ষায় ডুয়ার্স আরো সুন্দর হয়ে ওঠে।ডুয়ার্সের বিভিন্ন অফবিট জায়গা গুলোকে বর্ষায় পর্যটকরা উপভোগ করতে পারেন।

ট্রেন যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে জনজাগরণ অভিযান নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন

শিলিগুড়ি ঃ ট্রেন যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেজনজাগরণ অভিযান করা হবে,আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান নিউ জলপাইগুড়ি আরপিএফ এর আইসি এ কে খান। নিউ জলপাইগুড়ি আরপিএফ এর আই সি এ কে খান গত ১২ই জুন নুতন ভাবে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের দায়িত্বভাড় গ্রহণ করেন।আজ এনজেপি আরপিএফ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরিচিতির পাশাপাশি একাধিক প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।ট্রেনে সফর করবার সময় অনেক সময় যাত্রীরা নানান সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে।সেই সমস্যা থেকে জনজগরণ অভিযান এর মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধান করা হবে।এর পাশাপাশি এনজেপি স্টেশনের বাইরে পার্কিং সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে।আই সি এ কে খান যাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানান ট্রেনে সফর করবার সময় কারো কাছ থেকে কিছু খাবেন না,অচেনা কোনও ব্যক্তির থেকে কোনো বস্তু নেবেন না।এছাড়াও ট্রেনে কোনো নেশা করা যাবেনা,কোন যাত্রী যদি নেশা করতে গিয়ে ধরা পরে তাহলে বড়ো অংকের জরিমানা করা হবে।

সেতুর দাবিতে ভোট বয়কট হরিশ্চন্দ্রপুরে

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ মাস ফুরালেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। নমিনেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে আর এই পরিস্থিতিতে সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার দৌলত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মেহেরপুর এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ মেহেরপুর এলাকায় একটি বারোমাসিয়া নদী আছে। সেই এলাকা থেকে দৌলতনগর সদর হয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর যেতে গেলে সেই নদীর উপর দিয়েই যেতে হয়। কিন্তু বর্তমানে ওই নদীর উপর একটি বাসের সাঁকো তৈরি করা আছে যেটা গ্রামবাসীরা নিজের উদ্যোগে তৈরি করেছেন যাওয়া আসার জন্য। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ওই সাঁকর জরাজীর্ণ দশার কারণে মেহেরপুর, জানকিনগর, বাঁশ দল ঘাট সহ বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার বাসিন্দা দুর্ভোগে পড়েছেন। কারণ ওই এলাকার বাসিন্দাদের একমাত্র যোগাযোগের মাধ্যম ওই বাঁশের সেতু। বাসিন্দাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকার বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি সহ প্রশাসনিক কর্তাদেরকে বারবার আবেদন নিবেদন করেও এখনো পর্যন্ত ওইখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ হলো না। তাদের দাবি অবিলম্বে ওই এলাকায় একটি পাকা সেতু নির্মাণ না হলে তারা ভোট বয়কট করবেন। আজ বিকেলে মেহেরপুর গ্রামের বাসিন্দারা হাতে পোস্টার প্ল্যাকার্ড নিয়ে সেতুর দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন। ঘটনা কি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ঘিরে। স্থানীয় বাসিন্দা মোহাম্মদ মহসিন জানিয়েছেন আমরা দীর্ঘদিন ধরে ই দাবি জানিয়ে আসছিলাম এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে যাতে ওইখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা যায় কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজ বাস্তবে সম্পন্ন হয়নি তাই আমরা আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়েছি। যদিও এ প্রসঙ্গে কোনো জনপ্রতিনিধি মুখ খুলতে নারাজ। দৌলত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পিন্টু কুমার যাদব জানান ওই এলাকার গ্রামবাসীদের যোগাযোগের জন্য একটি সেতুর প্রয়োজন আছে সেটা আমরাও জানি তবে সেটা এখনই করা সম্ভব নয় ভোট মিটলে আমরা অবশ্যই এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেব। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর দু'নম্বর ব্লকের ভিডিও বিজয়গিরি এলাকার সমস্যা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

নমিনেশন পর্ব শেষ হতেই ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থীরা

মালদাঃ নমিনেশন পর্ব শেষ হতেই ভোট প্রচারে নেমে পড়েছেন বিভিন্ন দলের মনোনীত প্রার্থীরা। শনিবার পীরের মাজারে চাদর চড়িয়ে জিয়ারত ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ভোট প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা শুরু করলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ৯ নং জেলা পরিষদের কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী জিয়াউল হক।জানা যায়,এদিন জিয়াউল হক বরুই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদ্যানন্দপুর পীরের মাজারে গিয়ে জিয়ারত ও প্রার্থনা করেন।এরপর বুথে বুথে গিয়ে ভোট প্রচার ও জনসংযোগ যাত্রা করেন।ভোট প্রচারে উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর ৬ নং পঞ্চায়েত সমিতির কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মান্নান ও বিভিন্ন বুথের কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীরা। বরুই ও কুশিদা অঞ্চলের মাটি কংগ্রেসের মাটি।বিপুল সংখ্যক ভোটে জয়ী হবেন বলে আশাবাদী জিয়াউল হক।

বামনহাট গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার

আলিপুরদুয়ার ঃ বামনহাট গামী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার।ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইটখোলা এলাকায়।শনিবার সাড়ে রারোটা নাগাদ লাইন পার হয়ে কাপড় আনতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় তাঁর মৃত্যু।বডি টি দু টুকরো হয়ে যায়।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান,ওই বৃদ্ধার নাম লালিয়া পাশোয়ান(৬০)।তিনি লাইনের পাশেই ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের গুমটিতে বসবাস করতেন।ওই বৃদ্ধার মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।রেল পুলিশ কে খবর দেওয়া হয়েছে।রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠাবে।

তৃণমূলের প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টায় চাঞ্চল্য, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

কোচবিহার ঃ তৃণমূলের এক প্রার্থীকে রাতের অন্ধকারে হাত পা বেঁধে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।ঘটনাটি শীতলকুচির নগর লালবাজার এলাকার। জানা গেছে তিনি ওই বুথের তৃণমূলের সভাপতি পদেও রয়েছেন।অভিযোগ গতকাল গভীর রাতে ঘরের সিঁধ কেটে নগর লালবাজারের ২৭৮ নম্বর বুথের প্রার্থী খবির হোসেন মিয়ার বুকের ওপর উঠে মুখ বেঁধে গলা চেপে ধরা হয় এবং তারপর হাত পা বেঁধে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে দুস্কৃতিরা।পরিবারের সদস্যরা টের পেলে তৃণমূলের ওই প্রার্থীকে ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে যান দুস্কৃতীরা। এই ঘটনায় তিনি আহত হলে প্রথমে তাকে শীতলকুচি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখান থেকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এবং বর্তমানে তিনি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন রয়েছে। এদিকে তৃণমূলের ওই প্রার্থীকে মারধরের ঘটনায় শীতলকুচি সিতাই সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা যার নেতৃত্ব দেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তপন কুমার গুহ। এই ঘটনায় দোষীদের অবিলম্বে চিহ্নিত করে শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।

একই পরিবারের ৩ জন প্রার্থী। পঞ্চায়েত ভোটে তিন জা এর লড়াই জলপাইগুড়ি তে

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন পুরাতন পান্ডাপাড়া ১৭১৫৫ নম্বর বুথ। একই পরিবারের তিনজন দলের তিন প্রার্থী। সম্পর্কে তিন জা। তবে সম্পর্কে কোন ফাটল ধরবে না বলে সকলেই জানান।তৃনমুল কংগ্রেস প্রার্থী পুনম চক্রবর্তী (ছোট জা)।সিপিআইএম দলের প্রার্থী পর্ণা নাগ চক্রবর্তী (মেজো জা)। কংগ্রেস প্রার্থী কান্তা চক্রবর্তী (বড় জা)।তিনজনের সম্পর্ক খুবই ভালো এখনো দৈনন্দিন যোগাযোগ রয়েছে। রাজনৈতিক মতাদর্শে আলদা হলেও ভোটে জেতার ব্যাপারে সকলেই ১০০ শতাংশ আশাবাদী। তিন প্রার্থীই গৃহবধূ। আত্মীয় পরিজনদের বক্তব্য তারা কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত। কে খুশি হবে আর কে অখুশি হবে।এখন দেখার কোন জা এগিয়ে থাকে। শেষে গণতন্ত্রের গণদেবতারাই শেষ কথা বলবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতেই আরও তৎপর হোলো পুলিশ

জলপাইগুড়ি ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন এগিয়ে আসতেই আরও তৎপর হোলো পুলিশ। নির্বাচনে মানুষকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা অর্থ প্রদান করে প্রভাবিত করতে কোথাও আগ্নেয়াস্ত্র বা টাকা অবৈধ ভাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে শুরু হোলো বিশেষ নাকা চেকিং। শুক্রবার রাতে ৩১ নং জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জলপাইগুড়ি গোশালা মোড় এলাকায় বিভিন্ন গাড়ি থামিয়ে নাকা চেকিং করে পুলিশ। কোনও মানুষের সন্দেহ জনক আচরন থাকলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।এদিন রাতে চেকিং চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ সেন, ডি এস পি হেডকোয়ার্টার সমীর পাল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা।

মনোনয়ন জমায় বিরোধীদের চেয়ে এগিয়েই অনীত

দার্জিলিং ঃ মনোনয়ন জমায় বিরোধীদের চেয়ে এগিয়েই অনীত। পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে প্রার্থী দেড়শোর উপরে। একই পরিস্থিতি কালিম্পং জেলাতেও। সেখানে পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতি মিলিয়ে সাড়ে তিনশোর বেশি আসনে প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থীরা রয়েছেন।বিজেপির নেতৃত্বে চলা 'মহাজোটের' নেতারা দার্জিলিঙে গ্রাম পঞ্চায়েতে সব মিলিয়ে সাড়ে পাঁচশোর মতো আসনে প্রার্থী দিয়েছেন। দেড়শোর কাছাকাছি প্রার্থী পঞ্চায়েত সমিতিতেও। তবে গোর্খা যৌথ মঞ্চ বা 'মহাজোট' কালিম্পঙে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। সেখানে বিজেপিই মূলত প্রার্থী দিয়েছে। বহু আসনে 'মহাজোট' সরাসরি প্রার্থী দিতে পারেনি।

ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ছে গাছ, বন্ধ যান চলাচল চাপা পড়েছে ৫টি দোকান

শিলিগুড়ি ঃ ঝড়ের দাপটে ভেঙে পড়ছে গাছ, বন্ধ যান চলাচল চাপা পড়েছে ৫টি দোকান । খড়িবাড়ির অধিকারী মোড়ে ঘটনা।জানা গিয়েছে, শনিবার সকালে ঝড়ের ফলে আনুমানিক ৩০ বছরের পুরোন বট গাছ ভেঙে পড়ে। গাছ ভেঙে পড়ায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি চাপা পড়েছে ৫টি দোকান। ঘটনা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খড়িবাড়ি ট্রাফিক ও খরিবাড়ি থানার পুলিশ। স্থানীয়রা জানান, গাছের নিচে বসে ছিলাম হঠাৎ গাছ ভাঙ্গা আওয়াজ শুনে পালিয়ে যাই। তখন দেখি আচমকাই গাছটি ভেঙ্গে পড়ে। পরে টুকরিয়াঝাড় বনদপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাছ কাটার কাজ শুরু করে। প্রায় ৪ঘন্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

২০৩২ অলিম্পিককে সামনে রেখে খেলোয়াড়দের মূল স্রোতে ফেরানোর উদ্যোগ ক্রীড়াদীপ্তির

শিলিগুড়ি ঃ মিশন ২০৩২ অলিম্পিককে পাখির চোখ করছে ক্রিড়াদীপ্তি। আর বাকি থাকা সময়ের মধ্যে অলিম্পিকে যাতে ভারতের ভালো ফল হয় সেই লক্ষ্যে এবার ময়দানে নামলো ক্রীড়াদীপ্তি। দুস্থ ও মেধাবী খেলোয়াড়দেরকে মানসিক এবং পুষ্টি সহায়তায় এগিয়ে আসলো ওই সংস্থা। এদের লক্ষ্য মাঝপথে কোন খেলোয়াড় যাতে খেলা থেকে দূরে সরে না যায় এবং ঘুরপথে নেশাগ্রস্থ হয়ে না পড়ে। এছাড়াও অনেক সময় পড়াশোনার চাপে ভালো খেলোয়াড়দের খেলা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সেইসব খেলোয়াড়দের অভিভাবকদেরকে সচেতন করা হবে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তিক এলাকা থেকে বিশেষ করে চা বাগান অধ্যুষিত এলাকায় কাজ শুরু করেছে ক্রীড়াদীপ্তি। শনিবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসব কথা জানান ক্রীড়া দীপ্তির মুখ উপদেষ্টা এবং মেডিকেল কলেজের ডীন সন্দীপ সেনগুপ্ত। এছাড়াও ছিলেন চিকিৎসক সুদীপ্ত সেন, সর্বানি রায়, ক্রীড়া দীপ্তির কো-অর্ডিনেটর অমিত সরকার।

যাত্রী বোঝাই চলন্ত বাসের চাকা খুলে বিপত্তি।ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা জলপাইগুড়ি তালমা এলাকায়

জলপাইগুড়ি যাত্রী বোঝাই চলন্ত বাসের চাকা খুলে বিপত্তি।ভয়াবহ বাস দূর্ঘটনা জলপাইগুড়ি তালমা এলাকায়। শিলিগুড়ি থেকে কুচবিহার গামি যাত্রী বোঝাই চলন্ত বাসের চাকা খুলে নয়ন জলিতে পরে। আহত বেশ কয়েকজন যাত্রী। ঘটনাস্থলে দমকল, তদন্তে জলপাইগুড়ি পুলিশের ডিএসপি সমীর পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অবরোধের কারণে আটকে পড়া ৩৫০০ পর্যটককে উদ্ধার করেছে

সিকিম ঃ১৬ জুন ২০২৩এ সিকিম জুড়ে প্রবল মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছিল। এর ফলস্বরূপ, উত্তর সিকিমের চুংথাং এর কাছে ভূমিধস এবং একটি সেতু ভেসে যাওয়ার কারণে প্রায় ৩৫০০ পর্যটক আটকা পড়েছিলেন। স্ট্রাইকিং লায়ন ডিভিশন ত্রিশক্তি কর্পস, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের সৈন্যরা কর্মে নেমেছে এবং পর্যটকদের উদ্ধারের সুবিধার্থে আকস্মিক বন্যা এলাকায় একটি অস্থায়ী ক্রসিং তৈরি করতে ভারী বৃষ্টি ও প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে রাতভর কাজ করেছে। পর্যটকদের নদী পার হতে সাহায্য করা হয়েছিল এবং গরম খাবার, তাঁবু এবং চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।

আর্থিক স্বচ্ছতার ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করেনি বাংলাদেশ

ঢাকা ঃ ২০২৩ সালে যেসব দেশ আর্থিক স্বচ্ছতার ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করেনি, তার মধ্যে একটি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ এই সময়ে আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিতে বড় কোনো অগ্রগতিও অর্জন করেনি বলে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সদ্য প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২৩ সালের ফিসক্যাল ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টের জন্য ১৪১টি দেশের তথ্য সংগ্রহ করে। সেখানে দেখা গেছে, ৭২টি দেশ আর্থিক স্বচ্ছতা পূরণে ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করলেও ৬৯টি দেশ এই মানদণ্ড পূরণ করতে পারেনি। তাদের মধ্যে ২৫টি দেশ আর্থিক স্বচ্ছতার মানদণ্ড পূরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যুরো অব ইকনোমিকস অ্যান্ড বিজনেস অ্যাফেয়ার্স প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আর্থিক স্বচ্ছতার ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণ করতে হলে একটি সরকারকে অবশ্যই বাজেটসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে জনসাধারণের জন্য প্রকাশ করতে হবে। এই দলিলপত্র অবশ্যই উল্লেখযোগ্যভাবে পূর্ণাঙ্গ এবং সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য হতে হবে। ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে প্রতিবেদনটি তৈরিতে আমলে নেয়া হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া বিদেশি সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ১৪১টি দেশ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মার্কিন দূতাবাস, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক গোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য বিবেচনায় নেওয়া হয়। মার্কিন দূতাবাসগুলোও তাদের মূল্যায়ন কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে অন্যান্য বিদেশি সরকার, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে। আর্থিক স্বচ্ছতা সরকারি বাজেট সম্পর্কে জানতে একজন নাগরিকের জন্য জানালা হিসেবে কাজ করে এবং ওই নাগরিকেরা এর ফলে সরকারকে জবাবদিহির আওতায় আনতে পারে, যা আস্থা জোরদার করে বলে ফিসক্যাল ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আলোচ্য সময়ে সরকার তার নির্বাহী বাজেট প্রস্তাব তৈরি করেছে এবং অনলাইনসহ জনসমক্ষে প্রকাশ করেছে। এতে আরও বলা হয়, সরকার বছর শেষের প্রতিবেদন একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে জনসমক্ষে প্রকাশ করেনি। বাজেটে দেওয়া তথ্যকে সাধারণভাবে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করা হয়, যদিও বাজেটের দলিলপত্র আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নীতিমালা মেনে তৈরি করা হয়নি। ঋণের বাধ্যবাধকতাসম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় বলে প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ হিসাব কর্তৃপক্ষ সরকারের হিসাব নিরীক্ষা করেছে, কিন্তু তাদের প্রতিবেদনে বাস্তব ফলাফল ছিল না এবং একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে তা জনসমক্ষে প্রকাশও করা হয়নি। স্বাধীন কর্মকাণ্ড চালানোর যে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড আছে, তা এই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের ছিল না। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণসংক্রান্ত চুক্তির বিষয়ে সাধারণ তথ্য ধারাবাহিকভাবে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি। বাংলাদেশের আর্থিক স্বচ্ছতা ভালো করার জন্য ফিসক্যাল ট্রান্সপারেন্সি রিপোর্টে ছয়টি পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। বছর শেষের প্রতিবেদন একটি যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রকাশ করাসহ বাজেটের দলিল তৈরিতে আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুসরণ করা, নির্বাহী দপ্তরের জন্য বাজেট বরাদ্দ ভেঙে ভেঙে উল্লেখ করা, হিসাব কর্তৃপক্ষের কাজের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক মানের করা ও প্রয়োজনীয় সম্পদ বরাদ্দ করা, নিরীক্ষা প্রতিবেদন সময়মতো প্রকাশ করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদসম্পর্কিত চুক্তিগুলোর সাধারণ তথ্য জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সেতুতে রেকর্ড টোল

ঢাকা ঃ বঙ্গবন্ধু সেতুতে টোল আদায়ে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেতুর ওপর দিয়ে ৫৫ হাজার ৪৮৮টি যানবাহন পারাপার হয়েছে এবং এই সময়ে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৪০ হাজার ২০০ টাকা টোল আদায় হয়েছে। এদিকে ঈদকে ঘিরে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বাড়ছে। এতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে ঘরমুখী মানুষকে। বুধবার সকালে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের সাইট অফিসের নির্বাহী প্রকৌশলী আহসানুল হক খান পাভেল দ্য ডেইলি স্টারকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, স্বাভাবিক সময়ে প্রতিদিন ১৭ থেকে ১৮ হাজার যানবাহন এই সেতু পার হয়। বুধবার সকাল থেকেই এ মহাসড়কের ঢাকা থেকে সিরাজগঞ্জমুখী লেনে যানজট দেখা যায়। রাজধানী থেকে উত্তরের পথে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ২৫ কিলোমিটার এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব থেকে টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার ঘারিন্দা পর্যন্ত যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ভোর থেকে শুরু হওয়া যানজট ও বৃষ্টির কারণে ঈদযাত্রায় বিপাকে পড়েছেন ঘরমুখো মানুষ। ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের চন্দ্রা ত্রিমোড় এলাকায় ঘরমুখী মানুষের উপচে পড়া ভিড়। তারা বৃষ্টি উপেক্ষা করেই বাড়ির পথে রওনা হয়েছেন। কেউ ছাতা নিয়ে, কেউ মাথায় পলিথিন পেঁচিয়ে, কেউবা আবার বৃষ্টিতে ভিজেই রওনা হয়েছেন। চন্দ্রা ত্রিমোড়ে যানজট না থাকলেও পরিবহন ও যাত্রীদের চাপে জটলা সৃষ্টি হয়। বৃষ্টির মধ্যে হাজার হাজার যাত্রী অপেক্ষা করছিলেন গাড়ির জন্য। মহাসড়কটির ৪ লেনের উন্নয়নমূলক কাজ ও ফ্লাইওভার নির্মাণকাজ চলমান থাকায় কয়েকটি পয়েন্টে রাস্তা সরু হয়ে যাওয়ায় ওই পয়েন্টগুলোতে কিছুটা ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে উত্তরবঙ্গের ১৬ জেলা ও দক্ষিণাঞ্চলের ৬ জেলার চালক ও যাত্রীদের। পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে ট্রাক, পিকআপ, মোটরসাইকেলসহ যে যেভাবে পারছেন, সেভাবেই বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। হাটিকুমরুল হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বদরুল কবীর দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম সংযোগ মহাসড়কে আজ সকাল ৯টার পর থেকে যানবাহনের ব্যাপক চাপ থাকায় যানবাহন চলছে ধীর গতিতে। মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ও যানজট নিরসনে বিভিন্ন পয়েন্টে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভোগান্তি বেড়েছে ঘরমুখী মানুষের। ভোগান্তি মাথায় নিয়েই পরিবারের সঙ্গে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করতে ছুটে চলেছেন লোকজন।

সম্পাদকীয়

মোদীর মুখে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, বৈঠকে মুসলিম ল বোর্ড

ভারতে সব নাগরিকের জন্য অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রূপায়ণ করার কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের জরুরি বৈঠক। মঙ্গলবার ভোপালে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিন্ন দেওয়ানি বিধি করার কথা বললেন। তিনি বলেছেন, সংবিধানে সব নাগরিকের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। মোদীর বক্তব্য, বিজেপি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তারা তোষণের রাস্তায় যাবে না। ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করবে না। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বিরোধীরা মুসলিমদের ভুল বোঝাচ্ছে ও উসকানি দিচ্ছে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি মানে, কোনো ধর্মভিত্তিক পার্সোনাল ল থাকবে না। সবার জন্য উত্তরাধিকার, দত্তক, বিয়ে, বিবাহ বিচ্ছেদের মতো বিষয়ে একটাই আইন থাকবে। বর্তমানে ধর্মভেদে আলাদা পার্সোনাল ল আছে। গতমাসে ল কমিশন অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত জানতে চেয়েছে। পার্লামেন্টেও এই নিয়ে একটি প্রাইভেট মেম্বারস বিল আনা হয়েছে। কিন্তু ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি রূপায়ণ করার বিষয়টি আবার সামনে নিয়ে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী । প্রধানমন্ত্রী ওই কথা বলার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের বৈঠক হয়। ভার্চুয়াল বৈঠক চলে তিন ঘণ্টা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের আইনি দিক নিয়ে বিস্তারে আলোচনা করা হয়। বোর্ডের সিদ্ধান্ত, তারা ল কমিশনের সামনে নিজেদের মতামত রাখবে। তার আগে আইনজীবী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করা হবে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি বা ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপালে বলা হয়েছে, সরকার অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করতে পারে। অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত সংবিধান সভা ও পার্লামেন্টে প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। শেষপর্যন্ত সেসময়ের সরকার হিন্দু কোড বিল আনে ও তা অনুমোদিত হয়।

দুর্নীতির লোভেই কি পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে এত সহিংসতা?

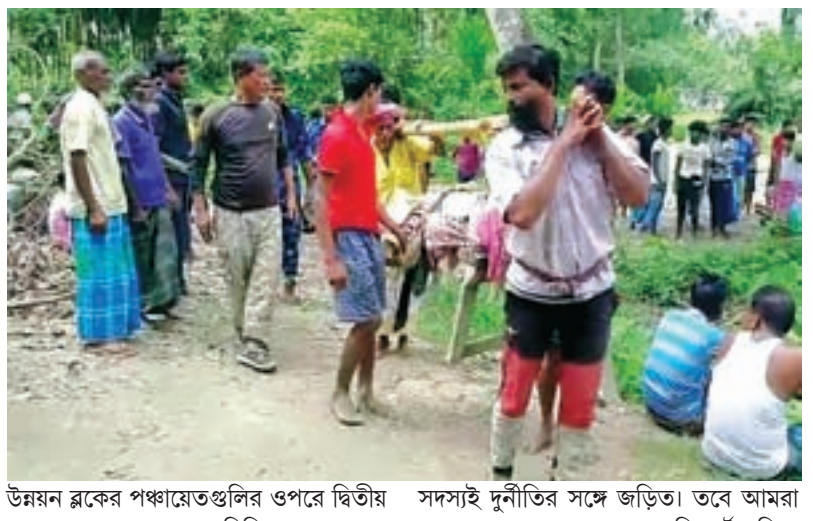

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচনকে ঘিরে চলমান সহিংসতায় মঙ্গলবার সকালে আরও এক রাজনৈতিক কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস দলের এক মন্ত্রী অভিযোগ করেছেন যে উত্তরাঞ্চলীয় কোচবিচার জেলার ওই ঘটনায় দুষ্কৃতিদের বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল।

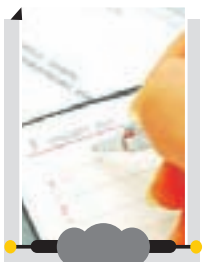

অমিতাভ ভট্টশালী
প্রাবন্ধিক

কোচবিহার জেলার পুলিশ বলছে মঙ্গলবার ভোরে দিনহাটা থানা এলাকার জারিধরলা এলাকায় দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। অন্তত পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হন। এদের মধ্যে বাবলু হক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। স্থানীয় সূত্রগুলি জানাচ্ছে জারিধরলা এলাকাটি একেবারেই বাংলাদেশ সীমান্তে এবং সেখানে একমাত্র নৌকা করেই যাওয়া যায়। তৃণমূল কংগ্রেস দাবী করছে যে নিহত ব্যক্তি তাদের দলের কর্মী। গুলি চালনার জন্য দুষ্কৃতিদের বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে অভিযোগ করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী এবং দিনহাটা শহরেরই বাসিন্দা উদয়ন গুহ।

তার কথায়, কেউ তো আর ওপর থেকে এসে গুলি চালায় নি, ওপার থেকে এসে গুলি করেছে। বিজেপির কয়েকজন নেতা বিভিন্ন রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে সমাজবিরোধী আর গুণ্ডাদের নিয়ে এসে এখানে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। যেখানে ওই ঘটনা হয়েছে, সেটা একেবারেই সীমান্তের জিরো পয়েন্ট। কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই, একদিকে নদী, সেখানে বাইরে থেকে লোক এসে অতর্কিতে গুলি চালিয়ে একজনকে হত্যা করেছে।

বিজেপি স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। দলটির অন্যতম মুখপাত্র দীপ্তিমান সেনগুপ্তর কথায়, এর আগেও তো গুলি চলেছে, দিনহাটা শহরেই হয়েছে তা। সেগুলোও কি বাংলাদেশ থেকে লোক এসে ঘটিয়েছিল? শহরের মানুষ তো দেখেছেন কারা গুলি চালিয়েছিল! সামাজিক মাধ্যমে তো সেইসব ভিডিও আছে। ঘটনা ওরাই ঘটাচ্ছে, দোষ দেওয়া হচ্ছে বিজেপিকে।

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত নির্বাচন সবসময়েই সহিংস হয়। সব থেকে বেশি মৃত্যু হয়েছিল ২০০৩ সালের ভোটে। সেবার ৮০ জন মারা গিয়েছিলেন।

এবার মঙ্গলবারের ঘটনা নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরে গত ১৯ দিনে ১১ জনের মৃত্যু হল। নিহতদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি এবং ফুরফুরা শরিফের পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকির নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফ কর্মীরাও আছেন। রাজ্যে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে আট জুলাই।

গুলি এবং বোমায় নিহত হওয়ার ঘটনা ছাড়াও আহত হয়েছেন আরও অনেকে। প্রায় প্রতিদিনই নির্বাচনী সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে। সহিংসতা রুখতে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৮২২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। একেকটি কোম্পানিতে গড়ে ৭৫ থেকে ৮০ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য থাকেন।

যে সংখ্যক বাহিনী মোতায়েন এসেছে, তাদের যেমন শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত মাত্র অর্ধেকের কিছু বেশি বাহিনী এসে পৌঁছিয়েছে।

মঙ্গলবারের ঘটনায় যিনি মারা গেছেন, তিনি তো তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। নিজের দলের কর্মীকেই কেন মারবে তৃণমূল কংগ্রেস? এই প্রশ্নের জবাবে বিজেপির মুখপাত্র দীপ্তিমান সেনগুপ্ত বলছিলেন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেসে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের জেরেই নিজের দলের লোককেই মারছে আরেক গোষ্ঠী। বহু জায়গাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছে, তারই ফলশ্রুতি এটা।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিনটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তরে আছে গ্রাম পঞ্চায়েত। একেকটি উন্নয়ন ব্লকের পঞ্চায়েতগুলির ওপরে দ্বিতীয় স্তরে আছে পঞ্চায়েত সমিতি। আর জেলা স্তরে এই স্থানীয় সরকারের কাজ করে জেলা পরিষদ।

এবারের ভোটে গ্রাম পঞ্চায়েত আসন ৬২ হাজার ৪০৪ টি, পঞ্চায়েত সমিতির আসন নয় হাজার ৪৯৮ টি এবং জেলা পরিষদের আসন ৯২৮ টি।

এই গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি আর জেলা পরিষদের মাধ্যমেই উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির জন্য বরাদ্দ খরচ করা হয়। এর জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে যেমন অর্থ আসে, তেমনই রাজ্য সরকারও অর্থ বরাদ্দ করে পঞ্চায়েতগুলিকে।

ভারতে প্রতি পাঁচ বছর ধরে অর্থ কমিশন তৈরি হয় এবং এখন কাজ করছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। শুধুমাত্র অর্থ কমিশনই পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রকল্পগুলিতে খরচের জন্য ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে প্রায় আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। অর্থ কমিশনের বরাদ্দ টাকা ছাড়াও ব্যক্তিগত আবাস তৈরি, টয়লেট বানানো, রাস্তা তৈরি, পুকুর খোঁড়া ইত্যাদির মতো প্রকল্পেও অর্থ আসে কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে।

তৃণমূল কংগ্রেস বারেবারেই অভিযোগ করে যে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাওনা অর্থ আটকিয়ে রেখেছে।

মমতা ব্যানার্জী অর্থ বরাদ্দ আটকিয়ে রাখার অভিযোগ করলেও যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আসে, তার অঙ্কটাও বিশাল।

এইসব উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থের ভাগ পাওয়ার লোভেই পঞ্চায়েত ভোটে জিততে মরিয়া হয়ে ওঠেন প্রার্থীরা, সেজন্যই এত সহিংসতা হয় এই নির্বাচনে। নাহলে, একজন পঞ্চায়েত সদস্যর মাসিক বেতন হাজার তিনেক টাকা, এই সামান্য টাকা বেতনের কাজের জন্য কেউ এতটা মরিয়া হয়ে ওঠে? বলছিলেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিত ভট্টাচার্য।

তার কথায়, ১৯৭৮ সালে যখন থেকে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়েছে, তখন থেকেই বিভিন্ন প্রকল্পে বিপুল অঙ্কের অর্থ আসতে শুরু করে। একেকটা প্রকল্পের জন্য কয়েকশো কোটি টাকাও আসে, এবং প্রকল্পের সংখ্যাও অনেক। বরাদ্দকৃত এই বিপুল অর্থে যে দুর্নীতি হচ্ছে, সেটা প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন দেখিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী। তিনি হিসাব দিয়ে বলেছিলেন কেন্দ্র একটা প্রকল্পে যত অর্থ বরাদ্দ করে, তার ৮০ শতাংশ আর শেষ মানুষটি পর্যন্ত পৌঁছয়ই না।

বিশ্লেষক আর রাজনীতিবিদরা বলছেন, পঞ্চায়েত স্তরে দুর্নীতি বামফ্রন্ট আমল থেকেই হয়ে আসছে। তাই সেই সময়েও পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেতার জন্য হিংসার আশ্রয় নিত দলগুলি।

পঞ্চায়েতের দুর্নীতিতে প্রতিটা রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরাই জড়িত আছেন, কেউ কম কেউ বেশি, বলছিলেন এক নেতা।

তিনি নিজের পরিচয় এবং দলীয় পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে বলছিলেন, কোনও দল বলতে পারবে না যে তাদের পঞ্চায়েত সদস্যরা দুর্নীতি করেন না। তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট - প্রতিটা দলই এতে জড়িত, কেউ কম কেউ বেশি।

ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসও স্বীকার করছে যে পঞ্চায়েত সদস্যের একটা অংশ দুর্নীতি করার জন্যই ভোটে জিততে গিয়ে সহিংস পথ নিচ্ছেন।

এটা আংশিক সত্য, তবে পুরোটা নয়, বলছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য সুখেন্দু শেখর রায়।

তার কথায়, পঞ্চায়েত স্তরের দুর্নীতিটা চালু হয়েছিল বামফ্রন্টের আমল থেকেই। তখনই পঞ্চায়েতকে ঘিরে দুর্নীতি একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখনও অনেক পঞ্চায়েত সদস্যই দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তবে আমরা একেবারে গ্রামস্তর থেকে রিপোর্ট নিয়ে এবারে প্রার্থী ঠিক করেছি। যাদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন, তাদের কিন্তু আমরা টিকিট দিই নি এবার।

যে রাজনৈতিক নেতা নাম প্রকাশ করতে চাইলেন না, তার কথায়, গ্রামাঞ্চলে এখন সবথেকে বড় দুর্নীতির জায়গা হচ্ছে আবাস যোজনা। এই প্রকল্পে একেকটি পরিবার পাকা ঘর তৈরির জন্য এক লাখ ৬৭ হাজার টাকা করে পায়। এই অর্থ পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যকে দিতে হয় ১০ শতাংশ অর্থ। এটাই চলতি রেট। এছাড়া বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়া, বাড়ির সামনে রাস্তা করিয়ে দেওয়া, ব্যাঙ্ক ঋণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা - এসব থেকেও প্রচুর আয় করেন একেকজন পঞ্চায়েত সদস্য।

পঞ্চায়েত সদস্যদের আরেকটা বড় রোজগারের পথ হল বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান করা। হাজার হাজার মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যান, তাদের রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট প্রয়োজন হয়। সেটার জন্য টাকা নেওয়া হয়, বলছিলেন ওই নেতা। পঞ্চায়েত সদস্যদের সম্প্রতি আরেকটা বড় রোজগারের পথ হয়ে উঠেছে গ্রাম্য সালিশিগুলো, বলছিলেন উত্তরবঙ্গের একটি জেলার এক গ্রামবাসী। তিনিও রাজনৈতিক দলগুলির কোপে পড়ার আশঙ্কায় নিজের নাম এবং গ্রামের নাম প্রকাশ করতে দিতে চাইলেন না।

তিনি বলছিলেন, আবাস যোজনা, রাস্তা, বিদ্যুৎ, সার্টিফিকেট দেওয়া, নানা প্রকল্পে আবেদন জমা দেওয়া এসবের জন্য টাকা নেওয়া তো ছিলই। কিন্তু এখন পারিবারিক ঝামেলাতেও সালিশি করতে চলে আসেন পঞ্চায়েত সদস্যরা। আর সেখানে বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হল যে পক্ষ বেশি অর্থ দিতে পারবে, রায় তার পক্ষেই যাবে।

আবার সাধারণ মানুষও দুর্নীতিতে যুক্ত থাকে অনেক সময়ে। মহাত্মা গান্ধী গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প, যে প্রকল্প '১০০ দিনের কাজ' হিসাবেই পরিচিত, সেখানে রাস্তা বা পুকুর না কেটেই তার জন্য বরাদ্দ অর্থ তুলে নেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে গ্রামের যে বাসিন্দা টাকা পাচ্ছেন, তার আর পঞ্চায়েত সদস্যর মধ্যে আধাআধি ভাগ হয় টাকাটা, বলছিলেন ওই গ্রামবাসী।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে যে রাজনৈতিক নেতা বিবিসির সঙ্গে কথা বলেছেন, তিনি জানাচ্ছিলেন, একেক জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য তার পাঁচ বছরের মেয়াদে অন্তত ৫০ লক্ষ টাকা দুর্নীতির মাধ্যমে রোজগার করেন, এবং এটা শুধুমাত্র সরকারী প্রকল্পগুলির অর্থ গ্রামের মানুষকে পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে। এর বাইরে তো রাস্তা তৈরি বা অন্যান্য কাজের বরাদ্দ যারা পান, সেইসব ঠিকাদারদের কাছ থেকেও টাকা তোলেন পঞ্চায়েত সদস্যরা। অথচ তাদের সরকারী বেতন মাত্র হাজার তিনেক টাকা, তো এই বিপুল অর্থের হাতছানি যেখানে, সেখানে সহিংসতার আশ্রয় তো নেবেই। আবার পঞ্চায়েত সদস্যদের নিজস্ব বাহিনীও থাকে।

এরা ভোটের সময়ে তাদের 'দাদা'র হয়ে কাজ করে আর বছরভর নানা সিন্ডিকেট ব্যবসা ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত থাকে। কংগ্রেস আমল বা বামফ্রন্ট আমলেও এই বাহিনী ছিল। তাদের কখনও বাসমিনিবাসে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে রোজগারের পথ করে দেওয়া হয়েছিল, কখনও রিকশাঅটোরিকশার পারমিট করিয়ে দিয়ে আয়ের পথ করে দেওয়া হয়েছে, আর এখন নির্মাণ সিন্ডিকেটের মতো আইন বহির্ভূত, সমান্তরাল অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়। বিনিময়ে ভোটের সময়ে সহিংসতা বা সন্ত্রাস করানো হয় এই লুম্পেন বাহিনীকে দিয়েই, বলছিলেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক বিশ্বজিত ভট্টাচার্য।

সাময়িকী

মা বাবার হত্যার বিচার পেতে আইনজীবী দীপঙ্কর

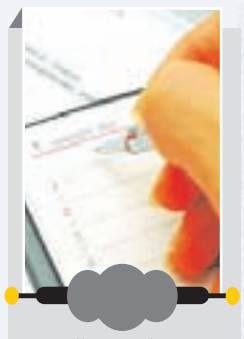

পায়েল সামন্ত
কলামিস্ট

মা বাবার মৃত্যুর বিচার পাওয়ার লক্ষ্যে পুত্র নিজেই হয়েছেন আইনজীবী। কিন্তু কাকদ্বীপের এক তরুণ এখনো সুবিচারের অপেক্ষায়। ২০১৮ সালের ১৪ মে। রাত পোহালেই পঞ্চায়েত নির্বাচন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের তরুণ কাজ থেকে ফিরে দেখেন, তার বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর ভিতরে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন মা ও বাবার পুড়ে কাঠ হয়ে যাওয়া দেহ। এভাবেই মৃত্যু হয়েছিল সিপিএমের সদস্য দেবু দাস ও তার স্ত্রী ঊষারানি দাসের। বছর ১৯-এর সেই তরুণ এখন পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছেন। পাঁচ বছর পর সেই দীপঙ্কর দাস এখন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। অভিভাবকদের মৃত্যুর বিচার পেতে নিজেই বেছে নিয়েছেন আইনের পেশা। দীপঙ্কর ডয়চে ভেলেকে বলেন, প্রথম থেকেই আইন প্রেশার প্রতি টান ছিল। পরে যখন মাবাবাকে হারালাম, তখন আদালতের শরণ নিতে হয়েছিল। বিচার পেতে আইনজীবী হওয়ার ইচ্ছেটা বড় হয়ে দেখা দিল। আবার এসেছে আর একটা পঞ্চায়েত ভোট। নির্বাচন ঘোষণার পর ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে রাজনৈতিক হিংসায়। ২৪ বছরের দীপঙ্কর পাঁচ বছর আগের স্মৃতি হাতড়াচ্ছেন। বলেন, নির্বাচন মানেই মৃত্যু, এটা কখনো কাম্য নয়। আমার সঙ্গে যা ঘটেছে, সেটা আর ঘটুক, তা চাই না। কারো ক্ষেত্রে ঘটলে তার পাশে দাঁড়াতে চাই।

দীপঙ্করের এই মন্তব্যই পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের মনের কথা। এ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসার অতীত কয়েক দশকের। সেই পরিস্থিতির বদল ঘটেনি আজো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 'বদলা নয় বদল চাই'-এর ডাক দিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বামফ্রন্টকে হারানোর পর। কিন্তু হিংসার পরম্পরা বদলায়নি। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের ফল বেরোনোর পর রাজ্য জুড়ে ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন জোরালো হয়েছে। তবু 'গণতন্ত্র হরণের' অভিযোগের বিরতি নেই। হাওড়ার আনিস খানের মৃত্যুতে আঙুল উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধেই। রামপুরহাটের বগটুই গ্রামের নৃশংস ঘটনা ছাপিয়ে গিয়েছে সাম্প্রতিক অতীতের সব নজিরকে। ২০১৮-র পঞ্চায়েত ভোটে বিরোধীরা ৩৪ শতাংশ আসনে মনোনয়ন দিতে পারেনি। সেই সন্ত্রাসের অভিযোগ এবারও উঠছে। পাঁচ বছর পর দীপঙ্করের মন থেকেও ভয় কি পুরো দূর হয়েছে? তরুণ আইনজীবী বলেন, আমার মাবাবার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তারা এখনো কাকদ্বীপ এলাকায় বুক ফুলিয়ে ঘুরছে। পুলিশ তাদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। আর আমাকে নিজের এলাকা ছেড়ে কলকাতায় থাকতে হচ্ছে। কাকদ্বীপের ঘটনায় পুলিশ গোড়ায় তদন্ত করছে। তাতে অনাস্থা দীপঙ্করের। বলেন, মাবাবা খুন হওয়ার পরও থানা আমাকে ঘুরিয়েছে। মৃতদেহ হাতে দিতে চায়নি। তাদের দেহ সৎকারের জন্য আমাকে আদালতে আবেদন জানাতে হয়েছে। আদালতের নির্দেশে চারপাঁচ দিন পর দেহ হাতে পাই। জঙ্গলমহলের কৃষক শিলাদিত্য চৌধুরী থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র, কত মানুষকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে পুলিশপ্রশাসনের বিরুদ্ধে। অম্বিকেশের বক্তব্য, কার্টুন মামলায় আমাকে বছরের পর বছর হয়রানি করা হয়েছে। এমন মামলা দেয়া হয়েছে, তা আমার গোচরেই ছিল না। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি, সেই সময় চুরিছিনতাইয়ের মামলা দিয়ে পুলিশ আমাকে নিখোঁজ বলে দাবি করেছে! আনিসের রহস্যমৃত্যুতে পুলিশের বিরুদ্ধেই অভিযোগ, তাই বার বার পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল সম্পর্কে অনাস্থা জানিয়েছে তার পরিবার। সেই 'সিট' এখন ভরসা দীপঙ্করের। চলতি বছরের গোড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট তার মাবাবার হত্যার অভিযোগ সিট গঠন করেছে। তৃণমূল মুখপাত্র, আইনজীবী বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় বলেন, অভিযুক্ত সবসময় নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে। মিথ্যা মামলার অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তা ছাড়া তদন্তে হস্তক্ষেপের চেষ্টা করে যা আইনবিরুদ্ধ। এটা আদালতও পারে না।

জানা অজানা

এর নাম ভারতীয় একাগ্রতা

সুনীল কুমার দে

স্বামী বিবেকানন্দ বিদেশ গেছিলেন কেবল হিন্দু ধর্ম কে রক্ষা করার জন্য ও প্রচার করার জন্য নয়,ভারত কে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।ভারতের শিক্ষা, সাহিত্য,সংস্কৃতি,ধর্ম,কলা,বিজ্ঞান,সংগীত প্রভৃতি কে জানকারী দেওয়ার জন্য।তিনি ভারতের কথা ভাবতে ভাবতে স্বয়ং ভারত বর্ষ হয়ে গেছিলেন। তাই তো পরবর্তী কালে কবি গুরু গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেছিলেন, যদি ভারত কে জানতে চাও থাকে বিবেকানন্দ কে জানো।তাঁর মধ্যে নেতিবাচক কিছু নেই।

স্বামী বিবেকানন্দ একবার বিদেশে এক নদীর ধারে পায়চারি করছিলেন।দুই ইংরেজ প্রবাহমান জলের উপর ডিমের খোসা ফেলে দিয়ে তার উপর গুলি ছুড় ছিলো লক্ষ্য ভেদ করার জন্য কিন্তু লক্ষ্য ভেদ হচ্ছিলো না।স্বামীজী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক ক্ষণ দেখলেন তারপর কাছে গিয়ে তাদের লক্ষ্য করে বললেন, সাহেবেরা,আমায় একটু বন্ধুক টা দেবে কি। আমি একটু চেষ্টা করে দেখতাম।ভারতীয় সন্ন্যাসীর কথা শুনে তারা দুজনই হো হো করে হেঁসে উঠলো।পরে মজা দেখার জন্য স্বামীজীর হাতে বন্ধুক তুলে দিলো। সাহেব রা ডিমের খোসা জলে ছুড়ে দিলো। স্বামীজী পর পর গুলি বিদ্ধ করলেন ডিমের খোসার উপর। স্বামীজী কে লক্ষ্য ভেদ করতে দেখে অবাক হয়ে গেলো ও বললো, এটা কি করে সম্ভব হলো।

স্বামীজী হেঁসে বললেন, এর নাম ভারতীয় একাগ্রতা।

ওডিএর আওতায় বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ইয়েন ঋণচুক্তি সই

বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে ৪৪ তম অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিসটেন্স (ওডিএ) এর আওতায়, ইয়েন ঋণের নোট বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। ২৭ জুন ঢাকায় নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই ঋণ প্যাকেজের প্রথম কিস্তির পরিমাণ হলো ৩০০০ কোটি ইয়েন (প্রায় ২০ কোটি ৯০ লাখ ডলার)। রাষ্ট্রদূত বলেন, আমি এই জাপানি ইয়েন ঋণ প্যাকেজ সংক্রান্ত নোট বিনিময়ে স্বাক্ষর করতে পেরে আনন্দিত। ঋণ প্যাকেজের মধ্যে রয়েছে, জনগণের আর্থিক ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য উন্নয়ন নীতি ঋণ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাপান সফরের সময়, জাপানের প্রধানমন্ত্রী কিশিদা, বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন বাজেট সহায়তা ঋণ বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতে জাপান সরকার তাদের মন্ত্রিসভা বৈঠকে দ্রুত ঋণ অনুমোদন করে। রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি আরো বলেন, আমি আশা করি এই ঋণ বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে এবং দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করতে অবদান রাখবে।

পাঠকের চিঠি

নেজা মুড়ো বাদ দিতে হবে

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে কম বেশি অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, কুপ্রথা, কুনীতি ,লোকাচার রয়েছে যা কিন্তু ধর্ম নয়,এ নিয়ে নানা লোক নানা কথা বলে,এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মের লোক কে ঘৃণা করে,নিন্দা করে,ঝগড়া ঝাটি করে,এতে প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ও ভক্ত মানুষ মনে দুঃখ পায়, কষ্ট পায়।তাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাইতো কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক,কাকে ছাড়ি কাকে রাখি।ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসংগে বলেছেন, নেজা মুড়ো বাদ দিতে হবে। ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেনে।সৎ অসৎ বিচার করতে হবে। চিনিতে বালিতে মেশানো আছে ,বালি ফেলে দিয়ে চিনি টুকু নিয়ে হবে ।গোলে মালে মাল আছে,গোল কে ছেঁড়ে মাল টিকে নিতে হবে।অর্থাৎ ধর্মের মূল কথা কে গ্রহণ করতে হবে।যে ধর্ম মানুষ কে ভালোবাসতে শেখায় না,মানুষের সেবা করতে শেখায় না,যে ধর্মে পরোপকার এর ভাবনা নেই,যে ধর্ম মানুষ কে ঘৃনা করতে, মানুষ কে হত্যা করতে শেখায় সেটা কোনো ধর্ম ই নয়।তাই ধর্ম সম্মন্ধে কিন্তু,পরন্তু, সংশয় জাগলে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কে টেনে আনুন দেখবেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

কংগ্রেস বর্তমান কেন নাটক করছে, যাবতীয় ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী এই দলটি অভিযোগ এআইইউডিএফ এর

হিন্দু মুসলমানের উপর ভিত্তি করে রাজ্যে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছে বলে মন্তব্য

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া নিয়ে ফের একবার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে এআইইউডিএফ। তবে এই প্রক্রিয়ার যাবতীয় নেতিবাচক ফলাফলের জন্য কংগ্রেসকে দায়ী করেছে দলটি। এআইইউডিএফ এর সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন কংগ্রেস বর্তমান নাটক করছে। ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী কংগ্রেস। বরাক বন্ধ আহবান করে লোক দেখানো কংগ্রেসকে নিজেদের স্থিতি স্পষ্ট করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ধর্মের উপর ভিত্তি করে রাজ্যে পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চলছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র।

ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মঙ্গলবার বরাক বন্ধ আহবান করেছে এআইইউডিএফ। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই দিনে গুয়াহাটি মহানগরের হাতিগাও স্থিত দলীয় মুখ্য কার্যালয় আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে এআইইউডিএফ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন এবং কি যুক্তিতে কেবিনেট সাব কমিটি গঠন করে দিয়েছিল সেটা তিনি আজও বুঝে উঠতে পারছেন না। ফলে এবার এই ক্যাবিনেট সাব কমিটি ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে যেটাই প্রস্তাব করেছে সেটাই প্রায় মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বর্তমান অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করেছে কংগ্রেস। ডিলিমিটেশনের কমিশনের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণভাবে ২০০৮ সালের ১৪ জানুয়ারি তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ডিলিমিটেশনের আইন ২০০২ এর সংশোধন করে সেকশন ১০এ যুক্ত করেছে। এর মাধ্যমে ডিলিমিটেশনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে হস্তান্তর করা হয়েছে।

একইভাবে ২০০৮ সালের ১৬ এপ্রিল দি রিপ্রেজেন্টেশন পিপলস আইন সংশোধন করে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার সেকশন ৮এ আইনের সঙ্গে যুক্ত করে ডিলিমিটেশনের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে হস্তান্তর করেছিল। অর্থাৎ ডিলিমিটেশনের ক্ষেত্রে যেটা করার যাবতীয় কিছু কংগ্রেস করে বর্তমান দলটি নাটক করছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন এআইইউডিএফ সাধারণ সম্পাদক তথা বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র। তিনি বলেন কংগ্রেসের নাটকের অংশ হিসেবে বরাক বন্ধ আহবান করা হয়েছে। ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বর্তমান রাজ্যের ৭-৮ টি সংখ্যালঘু আসন বিলুপ্তি করা হয়েছে। জাতি জনগোষ্ঠীর জন্য স্যাটেলাইট পদ্ধতিতে ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমনকি ১০ থেকে ২০ শতাংশ যেখানে ব্যবধান থাকা উচিত ছিল সেই নীতিনিয়ম সম্পূর্ণভাবে উলঙ্গা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেন তিনি।

এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম জুনিয়র বলেন কংগ্রেস সরকার ২০০৮ সালে দুটি আইন সংশোধন করে সবকিছু সাজিয়ে রেখেছিল এবং বিজেপি সেটাই বর্তমান রূপায়ণ করেছে। ফলে এই ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া একশ শতাংশ কংগ্রেস এবং বিজেপি একসঙ্গে মিলে করেছে। সংখ্যালঘুর আটটি আসন বিলুপ্তি করা হয়েছে। এর জন্য দায়ী কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয় দায়ী। তবে কংগ্রেস এক্ষেত্রে স্পষ্ট করে বলে দিক যে তারা আইন সংশোধন করেছিল কিনা। রাজ্যের সাধারণ জনতা এটা জানা উচিত যে কংগ্রেস যেই খেলা সৃষ্টি করেছিল সেটাই বর্তমান বিজেপি খেলছে। কংগ্রেসকে এটাও স্পষ্ট করতে হবে যে ডিলিমিটেশনের ভিত্তি বছর ২০০১ হওয়া উচিত কি ২০১১। এআইইউডিএফ দীর্ঘদিন ধরে ২০১১ ভিত্তি বছর হিসাবে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবি জানিয়ে আসছে। তবে এবার কংগ্রেসকে একতা স্পষ্ট করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন কংগ্রেসের কথার কোন নিশ্চয়তা নেই। কখনো বলে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া সঠিক রয়েছে। আবার বলে এটাতে খামতি রয়েছে। একবার বলে এর বিরুদ্ধে আদালতে যাবে, ফের বলে নিম্ন অসমে এটা সঠিক রয়েছে। উজান অসমে এটাকে সঠিক বলে আখ্যা দিলেও ডিলিমিটেশনের বিরুদ্ধে বরাকে আবার বন্ধের আহবান করেছে কংগ্রেস। ফলে কংগ্রেসের আসল স্থিতি কি সেটাই এখনও স্পষ্ট নয়। এআইইউডিএফ যেদিন বরাক বন্ধের আহ্বান জানালো সেদিনই আবার কংগ্রেসও একই আহ্বান জানিয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যাবতীয় ক্রেডিট এআইইউডিএফ নিয়ে নেবে সেটা মনে করেছে কংগ্রেস। কিন্তু ২০০৮ সালে দুটি সংশোধনের মাধ্যমে কংগ্রেসের ভুলের জন্য বর্তমান এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ স্থাপন করেছেন তিনি। বিধায়ক বলেন ২০০৮ সালে এআইইউডিএফ এর কোনো সাংসদ ছিল না। ২০০৯ সালে প্রথম সাংসদ পেয়েছে এআইইউডিএফ। অন্যথায় ২০০৮ সালে কংগ্রেসের আইন সংশোধনে নিশ্চিত বাধা দেওয়া হতো বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত এআইইউডিএফকে জ্বালাতন করার জন্যই তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন বলে ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গতকাল মন্তব্য করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া হিসেবে এআইইউডিএফ বিধায়ক বলেন মুখ্যমন্ত্রী সকালসকাল গীতা পাঠ করে নিজের কাজ শুরু করেন। এভাবে মুখ্যমন্ত্রীর ঠুনকো মন্তব্য করা দুর্ভাগ্যজনক। এটা মুখ্যমন্ত্রীর সাধারণ স্বভাবের বহিঃপ্রকাশ বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন এদিন এআইইউডিএফ আহ্বান করা বন্ধে বরাকে শান্তিপূর্ণভাবে আঃদোলন করা হয়েছে। ডিলিমিটেশনের অন্তিম তারিখ ১১ জুলাই এর আগে দল এক্ষেত্রে যাবতীয় অধ্যয়ন করে পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজের স্থিতি প্রকাশ করবে। তিনি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিজেপি এবং আরএসএসের এজেন্ডা মাথায় রেখে ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। একটি জনগোষ্ঠীকে টার্গেট করে রাজনৈতিকভাবে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এই অপকর্ম সাধন করা হয়েছে। মূলত ধর্মের ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন করা হয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম।

মদ্যপান করে গাড়ি চালালে গ্রেফতার, ছয় মাসের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড করার নির্দেশ

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে যানবাহন আইন কঠোরভাবে বলবত করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ বর্তমান রাজ্যের ক্রমবর্ধমান সড়ক দুর্ঘটনার মামলার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। গত দুই বছরে অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরেও এই সড়ক দুর্ঘটনা ঠেকানো সম্ভবপর হয়ে উঠছে না কিংবা সড়ক দুর্ঘটনা সংখ্যা কমানো যাচ্ছেনা বলেও মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তবে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে যানবাহন আইন কঠোরভাবে বলবত করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এবার থেকে মদ্যপান করে গাড়ি চালালে গ্রেফতার ভুয়া নিশ্চিত। তাছাড়া ছয় মাসের জন্য ড্রাইভিং লাইসেন্স সাসপেন্ড করে দেবে সরকার। আগামী এক সেপ্টেম্বর থেকে প্রতিটি বাহনের পিছনে রিফ্লেক্টর লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মঙ্গলবার গুয়াহাটি মহানগরের জনতা ভবনের মুখ্যমন্ত্রীর সভাকক্ষে থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। রাজ্য সরকারের শীর্ষস্থরের কর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্যের সংগঠিত হওয়া দুর্ঘটনা সম্পর্কে পরিবহন বিভাগ, জাতীয় সড়ক প্রাধিকরন, জাতীয় সড়ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম, পূর্ত বিভাগের এনএইচ ও পথ বিভাগের সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন তিনি। গত বছরের তুলনায় এবছর রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা জনিত ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। কি কারনে এই সড়ক দুর্ঘটনা গুলো সংঘটিত হচ্ছে সেটার বিশ্লেষণ করে প্রযোজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। বৈঠকে রাজ্যে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা ১৩২টি সচরাচর দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকায় (ব্লেক স্পট গুলো) যানবাহন সুরক্ষিতভাবে চলাচল করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো নেওয়া স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা পর্যালোচনা করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকদের জেলাগুলোতে থাকা ব্লেক স্পট গুলোতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলো নেওয়া পদক্ষেপের সর জমিন পর্যবেক্ষণ করে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সঙ্গে মদ্যপান করে গাড়ি চালানো, হেলমেট পরিধান না করে দুই চাকার বাহন চালানো, ভুল দিকে গাড়ি চালানো ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যানবাহন আইনের অধীনে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া তিনি এই ব্যক্তিদের ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী গ্রামাঞ্চলে হেলমেট পরিধান বাধ্যতামূলক করার জন্য পরিবহন বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি শ্রীরামপুর গেটের মাধ্যমে বহিঃ রাজ্যে থেকে প্রবেশ করা প্রতিটি বাহনের পাশাপাশি আগামী এক সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যে থাকা প্রত্যেক যানবাহনে পিছনে রিফ্লেক্টর সংলগ্ন করার ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নিয়ে সেটা সুনিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গ্রাম্যপথ থেকে জাতীয় সড়কে সংযোগী পথে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করার জন্য স্পিড ব্রেকার স্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাছাড়া উক্ত স্থানে সকলের চোখ পড়ার মতো পর্যাপ্ত সড়কের সাংকেতিক চিহ্ন স্থাপন স্থাপনের ব্যবস্থা করার জন্য জাতীয় সড়ক প্রাধিকরনকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী পথ সুরক্ষার সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সজাগত এবং সচেতনতা আনার উদ্দেশ্যে বিশেষ করে যুবপ্রজন্মকে এক্ষেত্রে অধিক সজাগ করার জন্য মহাবিদ্যালয় গুলোতে রাস্তার নাটক অনুষ্ঠিত করার পাশাপাশি পথ সুরক্ষা সংক্রান্তে ছোট ছোট ভিডিও প্রস্তুত করে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার করার জন্য পরিবহন বিভাগকে পরামর্শ দিয়েছেন। এই ভিডিও গুলো প্রতিটি সরকারে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে প্রদর্শন করাটি সুনিশ্চিত করার জন্য যাবতীয় নির্দেশাবলী প্রদান করার জন্য মুখ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সঙ্গে সড়ক নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করার সময় পথ সুরক্ষার দিকটি সম্মুখে রেখে সড়কের নকশা প্রস্তুত করা এবং এই ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়ে কর্মশালা আযোজন করার উপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সাধারণ মানুষ যাতে সড়ক দুর্ঘটনার ভয়াবহতা অনুভব করতে পারেন তার জন্য প্রত্যেক মাসে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা দুর্ঘটনার পরিসংখ্যা তুলে ধরার জন্য পরিবহন এবং পুলিশ বিভাগের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রত্যেক তিন মাসের অন্তর অন্তর পরিবহন মন্ত্রী এবং ডিজিপি সংশ্লিষ্ট বিভাগ গুলোর সঙ্গে এই বিষয়গুলো পর্যালোচনা করবেন। নির্মাণ কার্য অব্যাহত থাকার সময় শ্রমিকরা যাতে সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের বৈঠকে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য , মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর, ডিজিপি জিপি সিংহ, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব সমীর কুমার সিনহা, গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা, পুলিশ পরিবহন বিভাগের শীর্ষকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দোকান নয়, বিজেপি বর্তমান বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে বলে অভিযোগ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার

বরাক উপত্যকায় প্রতিবাদকারীদের উপর চালানো পুলিশের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়া বিরুদ্ধে এআইইউডিএফ এর পাশাপাশি বরাক বন্ধ আহবান করেছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। মূলত রাজ্যের লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্গঠন ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করার বিরোধিতা করে বরাক উপত্যকার রূপায়ন করা প্রতিবাদী কার্যসূচিতে পুলিশ প্রতিবাদকারীদের উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছে সেই ঘটনার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা। বরাক উপত্যকায় ব্যাপক প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলার সমান্তরাল ভাবে মঙ্গলবার গুয়াহাটি মহানগরে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করেছিল অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। আযোজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি ভূপেন বরা বলেন এদিন বরাক উপত্যকায় পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার জন্য প্রকাশিত খসড়ার বিরোধিতা করে সাধারণ জনতার সঙ্গে কংগ্রেসের নেতাকর্মী গণতান্ত্রিক ভাবে আন্দোলন কার্যসূচী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভাষা বুঝতে না পারা বিজিবি সরকারের পুলিশ বাহিনী দমনমূলক নীতির মাধ্যমে এই প্রতিবাদকারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অত্যাচার চালিয়েছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সভাপতি বলেন এই ঘটনায় নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। এমনকি প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ সহ কয়েকশ প্রতিবাদকারীকে আটক করেছে পুলিশ।

অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার করে এইভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য তথা জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ভূমিকার তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন তিনি। কংগ্রেস সভাপতি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন প্রতিরোধ যতই শক্তিশালী হবে গতি ততই বাড়বে। অসমের সাধারণ জনতা ন্যায্য প্রাপ্তির জন্য আগেও বহু আন্দোলন করেছেন। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে এই আন্দোলন ফলাফল সর্বদাই আম জনতার পক্ষে গেছে। আগন্তুক সময়ে বিজেপি সরকার সাধারণ জনতার দাবিকে নতশীরে মানতে বাধ্য হবে। আঘাতপ্রাপ্ত প্রতিবাদকারীদের আসো আরোগ্য কামনা করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডিলিমিটেশনের খসড়া কার্যকরী হলে আগামী ৫০ বছর পর্যন্ত কংগ্রেসের দোকান বন্ধ হয়ে যাবে বলে করা মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন এটা এক অসভনীয় মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কংগ্রেসের সঙ্গে দোকান শব্দটি অভ্যাসবশত ভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে সময় কংগ্রেস দলে ছিলেন সে সময়ে দলটির নীতি আদর্শর স্খলন ঘটে এক দোকান সদৃশ্য পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই পরিবেশের জন্যই বিজেপির সংসদীয় কমিটি ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার লুই বার্জার কেলেঙ্কারি কথা, তিনি সারদার বিস্কুট খাওয়া ফটো ইত্যাদি জনসমক্ষে প্রচার করেছিল। কংগ্রেস দলের নীতিআদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে, এক দোকান সদৃশ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে দলটির ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেদিন কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গেছিলেন সেই দিনই দলটি হারানো গৌরব ফিরিয়ে পেয়েছিল। তিনি থাকতে কংগ্রেস দলে বিধায়ক কেনাবেচার দোকান সদৃশ, লুইস বার্জারের দোকান সদৃশ, সারদার দোকান সদৃশ যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সেটা থেকে প্রত্যেকেই মুক্তি পেয়েছেন। এর জন্য কংগ্রেস পরিবার বর্তমান সুখী বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা বলেন সেই একজন ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেদিন বিজেপিতে গেলেন সেদিন থেকেই বিজেপি দলটি দোকান নয় বরং এক বাজারে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন বর্তমান রাজ্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মাছের নামে, পানের নামে, ডিমের নামে, কয়লার নামে, সুপারির নামে, কাঠের নামে, পাথরের নামে পৃথক পৃথক সিন্ডিকেট চলছে। এই ধরনের বহু দোকানের সমষ্টির মাধ্যমে বিজেপি আজ এক বৃহৎ বাজারে রূপান্তরিত হয়েছে। এভাবেই ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিজেপিকে তিল তিল করে সর্বনাশ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন কুমার বরা।

বহুদাযাত্রা পুনর্যাত্রার উল্টোরথের কিছু খন্ডচিত্র শ্রীক্ষেত্র পুরী থেকে

নির্মাল্য গাঙ্গুলি

ভারতে বিশ্বকাপ ঃ অনুরোধ খারিজের পর পাকিস্তান খেলবে?

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক) ঃ একদিনের বিশ্বকাপ ক্রিকেটের সূচি ঘোষণা করলো আইসিসি। ভারতে এই প্রতিযোগিতা হবে। পাকিস্তানের মাঠবদলের অনুরোধ খারিজ।

ভারতের সঙ্গে ম্যাচ আমেদাবাদের বদলে কলকাতায় দেয়ার অনুরোধ করেছিল পাকিস্তান। তারা মুম্বইতেও খেলতে চায়নি। চেন্নাইয়ের স্পিন সহায়ক পিচে তারা আফগানিস্তানের সঙ্গে খেলতে চায়নি। বেঙ্গালুরুর পিচ আবার ব্যাটিং সহায়ক। সেখানেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে আপত্তি ছিল তাদের। আমেদাবাদ ও মুম্বইয়ে তারা খেলতে চায়নি নিরাপত্তার অভাবের কথা বলে। কিন্তু আইসিসি যে চূড়ান্ত সূচি প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, পাকিস্তানের একটা দাবিও মানা হয়নি।

তাদের সব দাবি খারিজ হয়ে গেছে। ভারতের সঙ্গে ম্যাচ আমেদাবাদেই খেলতে হবে। মুম্বই থেকেও ম্যাচ সরানো হয়নি। এরপর প্রশ্ন উঠেছে, পাকিস্তান একদিনের বিশ্বকাপ খেলবে তো? আইসিসি ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড বলেছে, ভারতে গিয়ে খেলার জন্য তাদের আগে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। পিসিবি'র মিডিয়া প্রধান সামি উল হাসান বলেছেন, ''ভারতে গিয়ে বিশ্বকাপ খেলার জন্য সরকারের অনুমতি চাই। তাছাড়া ওই সব মাঠে খেলার জন্যও সরকারি অনুমতি পেতে হবে। আমরা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।''

সামি জানিয়েছেন, ''আমাদের অবস্থান একই আছে। আমরা ইতিমধ্যেই আইসিসিকে জানিয়েছি। আইসিসি খসড়া সূচি পাঠিয়ে আমাদের মতামত চেয়েছিল। আমরা তাদের তখনই আমাদের মতামত জানিয়ে দিয়েছি।'' তিনি বলেছেন, ''পিসিবি ইতিমধ্যেই বিশ্বকাপের সূচি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের নিরাপত্তাজনিত গুরুতর চিন্তা আছে।'' দ্য ডনকে সামি বলেছেন, ''সূচিতে বদল করা কোনো অভূতপূর্ব ঘটনা নয়। ২০১৬ সালের টি টোয়েন্টিতে ধর্মশালা থেকে ম্যাচ কলকাতা সরানো হয়েছিল।''

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখা হচ্ছে। উপযুক্ত সময়ে পিসিবিকে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেয়া হবে।

ইডেনে বাংলাদেশের ম্যাচ আছে। সেটা পাকিস্তানের সঙ্গে। ৩১ অক্টোবর। এমনিতে বাংলাদেশের প্রথম খেলা সাত অক্টোবর, ধর্মশালায়। প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান। দুই দিন পর ১০ অক্টোবর ধর্মশালাতেই তারা ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে তারা খেলবে চেন্নাইতে, ১৪ অক্টোবর।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের খেলা হবে পুণেতে ১৯ অক্টোবর। ২৪ অক্টোবর মুম্বইতে তারা খেলবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে। কলকাতায় বাংলাদেশের আরেকটি খেলা আছে ২৮ অক্টোবর এক নম্বর কোয়ালিফায়ারের সঙ্গে। দুই নম্বর কোয়ালিফায়ারের সঙ্গে বাংলাদেশের ম্যাচ হবে দিল্লিতে, ছয় নভেম্বর। ১২ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তাদের পুণেতে ম্যাচ হবে।

ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে আট নভেম্বর চেন্নাইতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। ১১ অক্টোবর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ দিল্লিতে। ১৫ অক্টোবর পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের মহারণ, আমেদাবাদে। ২২ অক্টোবর ধর্মশালায় ভারতের সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের খেলা। ইংল্যান্ডের সঙ্গে খেলা লখনউতে। দুই নভেম্বর মুম্বইতে কোয়ালিফায়ার দুই ও ১১ নভেম্বর বেঙ্গালুরুতে কোয়ালিফায়ার একের সঙ্গে খেলা ভারতের। পাঁচ নভেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে খেলবে ভারত। একটি সেমিফাইনাল কলকাতায়, অন্যটি মুম্বইয়ে। ফাইনাল হবে আমেদাবাদে।

ফ্রান্সে পুলিশের গুলিতে কিশোরের মৃত্যু, ক্ষোভ প্রকাশ করে এমবাপ্পের টুইট

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ফুটবলের বাইরেও নানা বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব থাকতে দেখা যায় কিলিয়ান এমবাপ্পেকে। এবার পুলিশের গুলিতে নিহত ১৭ বছর বয়সী কিশোরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বার্তা দিয়েছেন পিএসজি ফরোয়ার্ড। নিজের দেশ ফ্রান্সের জন্য দুঃখবোধ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবর বলছে, ফ্রান্সের নঁতে শহরে ট্রাফিক চেকের জন্য গাড়ি না থামানোয় গুলি চালায় পুলিশ। এ ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নায়েল এম নামের এক কিশোর মঙ্গলবার মারা যায়। এই ঘটনার পরপর শহরজুড়ে বিক্ষোভে নেমে আসেন তরুণেরা। প্রতিবাদের সময় পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘাতের ঘটনাও ঘটেছে। এ সময় বিভিন্ন স্থানে আগুনও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। পুলিশের গুলিতে কিশোরের মৃত্যুর ঘটনা ধাক্কা দিয়েছে এমবাপ্পেকেও। এক টুইটে এমবাপ্পে লিখেছেন, 'ফ্রান্সের জন্য আমার কষ্ট হচ্ছে। এই পরিস্থিতি অগ্রহণযোগ্য। নায়েলের পরিবার ও কাছের মানুষের জন্য সমবেদনা। ছোট এই দেবদূত অনেক তাড়াতাড়ি অনেক দূরে চলে গেল।' এদিকে ফরাসি প্রসিকিউটর অফিস বলছে, হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা গেছে, দুজন পুলিশ অফিসার একটি মার্সিডিস এএমজি গাড়ির পাশে দাঁড়ানো। যাঁদের একজন সেই কিশোরকে গুলি করেছেন। এর আগে গত বছর ফ্রান্সে ট্রাফিক চেকে পুলিশের গুলিতে রেকর্ড ১৩ জন মারা যায়। আর চলতি বছর এ ধরনের ঘটনায় দ্বিতীয়বারের মতো মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। এর আগে ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের বিরুদ্ধে হওয়া বর্ণবাদী আচরণের প্রতিবাদেও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরব হয়েছিলেন এমবাপ্পে।

ইতালিতে নিষিদ্ধ ৮৮ নম্বর জার্সি

মিলান ঃ ইহুদিবিদ্বেষ নীতির বিপক্ষে লড়াই করতে ইতালিয়ান ফুটবলে ৮৮ নম্বর জার্সি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইতালি ফুটবলের কোনো পর্যায়েই (জাতীয় দল, ক্লাব, বয়সভিত্তিক) কোনো খেলোয়াড় এই জার্সি পরতে পারবেন না। গত মঙ্গলবার এ বিষয়ে ইতালি সরকারের প্রতিনিধি ও ইতালিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (এফআইজিসি) সভাপতি গ্যাব্রিয়েলে গ্রাভিনার মধ্যে চুক্তি সইয়ের পর বিষয়টি জানানো হয়।

৮৮ নম্বর সংখ্যাটি নাৎসি স্লোগানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। 'হেইল হিটলার' স্যালুটের গাণিতিক কোডও ৮৮। ইংরেজি বর্ণমালায় 'এইচ' অক্ষরটি অষ্টম। এভাবে ৮৮ সংখ্যাটি দিয়ে 'এইচএইচ' বোঝানো হয় যা 'হেইল হিটলার' স্যালুটের সংক্ষিপ্ত রূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন করে নাৎসিধারা ফেরাতে 'নিওনাৎসি'রা এই ৮৮ সংখ্যা কোড হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন।

গত মার্চে এস্তাদিও অলিম্পিকো স্টেডিয়ামে লাৎসিওরোমা 'ডার্বি' ম্যাচে এক জার্মান সমর্থক তাঁর জার্সিতে 'হিটলারসন' এবং ৮৮ নম্বর লিখে এনেছিলেন। লাৎসিওর ম্যাচ দেখা থেকে তাঁকে এবং আরও দুজনকে আজীবনের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। লাৎসিওর সেই ম্যাচে গ্যালারিতে থেকে প্রচুর ইহুদিবিদ্বেষী মন্তব্য শোনা গিয়েছিল এবং

সে জন্য পরে শাস্তিস্বরূপ ক্লাবটির এক ম্যাচে দর্শক প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

ইতালিয়ান সরকার ও এফআইজিসির মধ্যে এই চুক্তির অধীনে আরেকটি শর্তও রাখা হয়েছে। ম্যাচে 'ইহুদিবিদ্বেষী স্লোগান কিংবা এসম্পর্কিত কোনো কার্যক্রম দেখা গেলে' খেলা সাসপেন্ড করা যাবে এবং সেটা কীভাবে করতে হবে, সেসব বিষয়েও নীতিমালা তৈরি করা হয়েছে। ইতালির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাতেও পিয়ানতেদোসি এ নিয়ে বলেছেন, 'আমাদের স্টেডিয়ামগুলোয় এখনো এই অসহ্য কুসংস্কার দেখা যায় এবং তার বিরুদ্ধে এটা হবে কার্যকর পদক্ষেপ।'

ইতালির ইহুদি সম্প্রদায় এর আগে সরকারকে স্টেডিয়ামে ইহুদিবিদ্বেষী স্লোগান ও কার্যক্রম রুখতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছিল। লাৎসিওর সেই ম্যাচের পর রোমের ইহুদি সম্প্রদায়ের সভাপতি রুথ দিউরেল্লো টুইট করেছিলেন, 'সবাই এটা (ইহুদিবিদ্বেষ) এড়িয়ে যাচ্ছে, তা কী করে সম্ভব?'

এর (লাৎসিওরোমা ম্যাচের) দুই সপ্তাহ আগে লাৎসিওর প্রায় ১০০ সমর্থক ভিডিওতে খুব গর্বের সঙ্গে জানান, তাঁরা বর্ণবাদী। এ ছাড়া 'রোমার সমর্থকদের বাবারা নাৎসি কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' কাটিয়েছেন বলেও তাঁদের অপমান করেছিলেন লাৎসিওর সেসব সমর্থক।

হতাশার সৌসুমেও নেইমারের জোড়া স্বীকৃতি

প্যারিস ঃ কাতার বিশ্বকাপের বেদনাদায়ক স্মৃতি এখনো নিশ্চয়ই তাড়া করে বেড়ায় নেইমারকে? কোয়ার্টার ফাইনালে অতিরিক্ত সময়ে গোল করেও দলকে জেতাতে পারেননি এই ব্রাজিলিয়ান তারকা। টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিতে হয় ব্রাজিলকে। সেদিনের সেই হার কিছুটা হলেও আড়াল করে দিয়েছিল নেইমারের দারুণ এক কীর্তিকে। সেদিন গোল করে ব্রাজিলের হয়ে সর্বোচ্চ গোলের তালিকায় কিংবদন্তি পেলেকে স্পর্শ করেছিলেন পিএসজি তারকা। দুজনেরই গোল এখন যৌথভাবে ৭৭। নেইমারের সামনে এখন সুযোগ পেলেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। বিশ্বকাপের পর পিএসজির হয়ে খেলার সময় চোটে পড়ে বিপর্যয় বাড়ে নেইমারের। তবে এত সব বিপর্যয়ের মধ্যেও

স্বীকৃতি পেলেন সাবেক বার্সেলোনা তারকা। নেইমার এই স্বীকৃতি পেয়েছেন ব্রাজিলের ফুটবলের অবদান রাখার জন্য দেওয়া 'ফুই ক্লিয়ার'এর বার্ষিক পুরস্কারে। যেখানে তিনি পেয়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোল ও 'অ্যাসিস্ট'এর পুরস্কার। পুরস্কার হাতে নেইমার বলেছেন, 'এখানে আসাটা সম্মানের। আমি মৌসুমটা ভালোভাবেই শুরু করেছিলাম। এরপর চোটে পড়ি। আমাকে থেমে যেতে হয় এবং আমি ভালোভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করছি।' ইনস্টাগ্রাম পোস্টে নেইমার লিখেছেন, 'এই গোলগুলো করতে পারব আমি তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার স্বপ্ন ছিল ব্রাজিলের জার্সি পরে খেলা।' নেইমারের সঙ্গে এদিন পুরস্কার অনুষ্ঠানে দেখা যায় থিয়াগো সিলভাকেও। পরে সিলভার সঙ্গে ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে নিজের ছবিও শেয়ার করেছেন এ ফরোয়ার্ড। যেখানে নেইমার লিখেছেন, 'আমি তোমার ভক্ত'। এ ছাড়া অন্যদের মধ্যে বিদেশের মাটিতে সর্বোচ্চ গোল ও 'অ্যাসিস্ট'এর (গোল করানো) পুরস্কার 'পেলে অ্যাওয়ার্ড' জিতেছেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ব্রাজিলে করা গোলের জন্য পুরস্কার জিতেছেন পেদ্রো। ব্রাজিলে করা অ্যাসিস্টের জন্য পুরস্কার জিতেছেন পালমেইরাসের গুস্তাবো এসকার্পা। ইউরোপে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে ম্যানচেস্টার ও ইংটার মিলানের ম্যাচে দারুণ গোলকিপিংয়ের জন্য পুরস্কার জিতেছেন এদেরসন। ব্রাজিলে এ পুরস্কার জিতেছেন অ্যাথলেটিকো গোর গোলরক্ষক রোনালদো। ব্রাজিলে সবচেয়ে সুন্দর গোলের পুরস্কার গেছে রনির হাতে। আর বিদেশে (কাতার বিশ্বকাপে সার্বিয়ার বিপক্ষে ম্যাচে) সবচেয়ে সুন্দর গোলের পুরস্কার পেয়েছেন রিচার্লিসন।

ওয়াগনারের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের এখন কী হবে?

মাস্কো (ওয়েবডেস্ক)ঃ রাশিয়ার জন্য তো বটেই বাকি বিশ্বের জন্যও শনিবার দিনটি ছিল একইসাথে বিস্ময় এবং উদ্বেগের।
বেসরকারি ভাড়াটে বাহিনী ওয়াগনারের হাজার হাজার যোদ্ধা রুশ সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরকম বিদ্রোহ ঘোষণা করে মস্কোর দিকে এগুতে শুরু করে। তবে ক্রেমলিনের সাথে এক বোঝাপড়ার পর তারা ক্ষান্ত দেয়। শেষ মুহূর্তের সেই চুক্তি অনুযায়ী বোঝাপড়া হয় যে ওয়াগনারের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোশিন দেশ ছেড়ে বেলারুশে চলে যাবেন, এবং যেসব ওয়াগনার যোদ্ধা সরাসরি ঐ বিদ্রোহে অংশ নেয়নি তাদেরকে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়।

ক্রেমলিনের সাথে চুক্তির পর সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল টেলিগ্রামে এক পোস্টে প্রিগোশিন বলেন তারা - তিনি সম্ভবত রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে ইঙ্গিত করেন - ওয়াগনারকে ভেঙ্গে দিতে চায়। কিন্তু সেটাই যে তার এই বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল তা এখনো নিশ্চিত নয়। শনিবার থেকে তার কাছ থেকে কিছু শোনা যাচ্ছিল না। কিন্তু সোমবার সন্ধ্যায় প্রিগোশিন এক অডিও বার্তা প্রচার করেন যেখানে তিনি বলেন তার কোনো সহযোগী বা যোদ্ধা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে চুক্তিতে সই করতে রাজী নয়, এবং তিনি বলেন পহেলা জুলাইয়ের পর তার প্রতিষ্ঠান হয়তো বন্ধ করে দেওয়া হবে।
পরের দিন মঙ্গলবার রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে এই ভাড়াটে বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে, এবং ওয়াগনারের যোদ্ধাদের অস্ত্রসরঞ্জাম সমর্পণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।
কিন্তু ওয়াগনার ভেঙ্গে দেওয়া হলে রাশিয়ার বাইরে ওয়াগনারের যেসব যোদ্ধা বর্তমানে মোতায়েন রয়েছে তাদের কপালে কী ঘটবে তা অস্পষ্ট।
বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে ওয়াগনারের তৎপরতা রয়েছে যেমন লিবিয়া সুদান, সিরিয়া, মালি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, মোজাম্বিক, ভেনিজুয়েলা, বার্কিনা ফাসো এবং মাদাগাস্কার।
এই বাহিনীর বিরুদ্ধে লিবিয়া সুদান, সিরিয়া, মালি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক এবং ইউক্রেনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।
জাতিসংঘের একটি কূটনৈতিক সূত্র বিবিসিকে জানিয়েছে যদি রাশিয়ার সরকারের সাথে এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক খুব চটে যায় এবং এটি ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তাহলে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদেরকে আর অস্ত্রসরদ সরবরাহ করবে না।
সূত্রটির মতে, তাতে ওয়াগনারের যোদ্ধা এবং কর্মীদের বেতন ভাতা বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক সমর্থন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যার ফলে বিশেষ করে লিবিয়া সুদান, সিরিয়া, মালি, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে তারা বিপদে পড়ে যেতে পারে। তার অর্থ, আফ্রিকাতে ওয়াগনারের যেসব যোদ্ধা মোতায়েন রয়েছে তাদের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং তারা অন্যত্র কাজ খোঁজা শুরু করতে পারে। আর তাতে সামরিক এবং রাজনৈতিকভাবে বিক্ষুব্ধ ঐ দেশগুলোতে বিপদ বেড়ে যেতে পারে। অনিয়ন্ত্রিত ওয়াগনারের যোদ্ধারা স্থানীয় বেসামরিক লোকজনের জন্য আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।
আফ্রিকা এবং সিরিয়ায় ওয়াগনার ঠিক কী কাজ করছে? এবং রুশ সরকার যদি এই সংস্থাকে ভেঙ্গে দেয় এবং সাহায্য বন্ধ করে দেয়, তাহলে এসব দেশগুলোতে তার পরিণতি কী হতে পারে?
লিবিয়ায় ওয়াগনার বাহিনীকে প্রথম দেখা যায় ২০১৯ সালে যখন তারা ত্রিপলির সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইতে পূর্ব লিবিয়ার নিয়ন্ত্রণকারী মিলিশিয়া নেতা এবং সাবেক জেনারেল খালিফা হাফতারের পক্ষে যোগ দেয়।
জেনারেল হাফতারের বাহিনী ত্রিপলির প্রতিরক্ষা ভাঙ্গতে ব্যর্থ হলে অচলাবস্থা কাটাতে তিনি ওয়াগনারকে বিশেষ যোদ্ধা বাহিনী হিসাবে নিয়োগ করেন।
সম্মুখ রণাঙ্গনে ওয়াগনারের অভিজ্ঞতা, স্নাইপিং করার দক্ষতা এবং আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করে গোয়েন্দা তথ্য জোগাড়ের সক্ষমতার কারণে পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে। ত্রিপলির দক্ষিণাঞ্চলের শহরতলীতে হাফতারের বাহিনী ঢোকার সুযোগ করে নেয়।
কিন্তু লিবিয়ার ঐ যুদ্ধে ওয়াগনার সংশ্লিষ্টতায় ভয়াবহ অশুভ কিছু প্রবণতার সূচনা হয়।
২০২১ সালে বিবিসির একটি অনুসন্ধানে প্রমাণ হয়, ওয়াগনার বেসামরিক লোকজনকে নির্বিচারে হত্যা করেছে, বেআইনি ল্যান্ড মাইন ব্যবহার করেছে এবং ত্রিপলির চারপাশে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়িতে বিস্ফোরক দিয়ে ফাঁদ তৈরি করেছে।
কিভাবে এবং কোথা থেকে ওয়াগনার অস্ত্রসরঞ্জাম পায় তাও বিবিসির অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে।
গোপন নথি ঘেঁটে ওয়াগনারের অস্ত্রসরঞ্জামের যে তালিকা বিবিসি পায় তা দেখানো হয়েছিল জাতিসংঘে কর্মরত ব্রিটিশ সামরিক বিশেষজ্ঞ ক্রিস বব স্মিথকে। মি, স্মিথ তার বিশ্লেষণে বলেছিলেন অধিকাংশ অস্ত্রসরঞ্জামই অত্যাধুনিক যেগুলো বর্তমানে রুশ সেনাবাহিনী ব্যবহার করে। বোঝাই যায় তাদের টাকার সরবরাহ যথেষ্ট এবং গোপন না হলেও সর্বাধুনিক সামরিক প্রযুক্তি তারা পায়। মনে হয় যেন ওয়াগনার রুশ সেনাবাহিনীরই অনানুষ্ঠানিক একটি অংশ। এমন খবরও অনেকবার বেরিয়েছে যে লিবিয়াতে ওয়াগনারের সরবরাহ আসে রুশ বিমান বাহিনীর আন্তানভ পরিবহন

বিমানে করে যেসব বিমান সিরিয়ার রুশ নিয়ন্ত্রিত লাতাকিয়া বিমানঘাঁটি থেকে পূর্ব লিবিয়ার একাধিক বিমানবন্দরের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করে।
সুতরাং, লিবিয়াতে ওয়াগনার যে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সাহায্য পাচ্ছিল তা পরিষ্কার।
সে কারণে, রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের সাহায্য বন্ধ করে দিলে লিবিয়ায় ওয়াগনারের শক্তি এবং অবস্থানের ওপর তার বড় ধরনের প্রভাব পড়বে।
লিবিয়ায় স্থানীয় সূত্রগুলো বিবিসিকে বলেছে শনিবার রাশিয়ায় ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর লিবিয়ায় যে সব অঞ্চলে ওয়াগনারের অবস্থান রয়েছে সেখানে চোখে পড়ার মত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
শনিবারের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর অবশ্য রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ বলেছেন মালি এবং সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে রুশ সামরিক প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে। আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তারে রাশিয়ার আকাঙ্ক্ষা এ থেকে সহজেই বোঝা যায়।
ফলে, শনিবারের অভ্যুত্থানের ফলে অদূর ভবিষ্যতে মালিতে সেদেশের সামরিক সরকারের আমন্ত্রণে ২০২১ সাল থেকে যে হাজার খানেক ওয়াগনার কর্মী তৎপর রয়েছে তাদের হয়তো তেমন কোনো অসুবিধা হবেনা।
কারণ, ২০২০ সালের অগাস্টে সেখানে কর্নেল আসিমি গোইটা ক্ষমতা দখল করে নেওয়ার পর সেদেশে রাশিয়ার যে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব বেড়েছে তার সাথে ওয়াগনারের তৎপরতার যোগসূত্র রয়েছে।
মালির সরকার অবশ্য সবসময় বলে তারা ওয়াগনারকে কোনো কাজে নিয়োগ দেয়নি, যদিও রুশ সামরিক প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার কথা তারা স্বীকার করে।
২০১৩ সাল থেকে আল কায়েদা এবং অন্যান্য কট্টর ইসলামি মিলিশিয়াদের সাথে লড়াইতে মালির সরকারকে সাহায্য করতে যে কয়েক হাজার ফরাসী এবং অন্য কিছু ইউরোপীয় দেশের সৈন্য মালিতে ছিল ওয়াগনার ঢোকার পর তারা চলে যায়।
তবে তাতে মালিতে নিরাপত্তা পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি।
বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সশস্ত্র সংঘাতের খবর নথিবদ্ধ করে এসিএলইডি ইনফো নামে যে সংস্থা তাদের পরিসংখ্যান বলছে ২০২১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত মালিতে সহিংসতা বেড়েছে দ্বিগুণ এবং সেসবে মৃত্যু হয়েছে প্রধানত বেসামরিক লোকজনের।
মধ্যাঞ্চলীয় শহর মৌরাতেতে সপ্তাহব্যাপী এক সামরিক অভিযানে - যার সাথে ওয়াগনার যুক্ত ছিল - নিহত হয়েছিল প্রায় ৫০০ বেসামরিক লোক। জাতিসংঘ ঐ হত্যাকাণ্ডের জন্য মালির সেনাবাহিনী এবং বিদেশী বাহিনীকে অভিযুক্ত করে। যুক্তরাষ্ট্র মালির দুই সামরিক কর্মকর্তা এবং মালিতে ওয়াগনারের কম্যান্ডারের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাপায়।
ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরুর পরও মালিতে ওয়াগনারের তৎপরতা কমেনি। উত্তরের গোসি, মেনাকা এবং গাও শহর থেকে ফরাসী সৈন্যরা চলে গেলে দ্রুত সেসব ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেয় ওয়াগনার।
মালিতে সামরিক সরকারের সমর্থকরা প্রায়ই সোশাল মিডিয়ায় বলছে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষীদের সরিয়ে রুশ সৈন্য মোতায়েন করতে হবে। মালি রুশ সাহায্য সহযোগিতার ওপর কতটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে তা বোঝা যায় যখন ১৬ জুন স্বয়ং সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুলায়ে দিউপ দ্রুত জাতিসংঘ বাহিনীর প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। এখন ক্রেমলিন এবং ওয়াগনারের মধ্যে উত্তেজনার কারণে মালিতে যদি এই রুশ ভাড়াটে বাহিনীর তৎপরতা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে কট্টর ইসলামি মিলিশিয়া গোষ্ঠীগুলো তার সুযোগ নিতে পারে। একইভাবে প্রিগোশিনের অভ্যুত্থান নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (সিএআর), যদিও সেখানে ২০১৭ সাল থেকে নানা ক্ষেত্রে তৎপর ওয়াগনার ।
বিদ্রোহীদের সাথে লড়াইতে মস্কো এবং সিএআর সরকারের একটি নিরাপত্তা চুক্তি হওয়ার পর শত শত রুশ সামরিক প্রশিক্ষক এবং উপদেষ্টা সেদেশে মোতায়েন করা হয়। তবে ওয়াগনার সেদেশে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। অভিযোগ রয়েছে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকের বিভিন্ন খনিজ সম্পদ, দামি কাঠ এবং এমনকি ভোদকার ব্যবসায় জড়িয়ে গেছে ওয়াগনার গোষ্ঠী।
সিএআরএ বিদ্রোহীদের কোয়ালিশন সিপিসির সাথে লড়াইতে ওয়াগনার বেশ সাফল্য পাচ্ছে। ফলে, প্রেসিডেন্ট ফস্টিন টুডেরার সরকার এই ভাড়াটে সেনা দলের ওপর বেশ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। সরকারি নেতাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ছাড়াও বহু গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনার নিরাপত্তার ভার এখন ওয়াগনারের হাতে। কিন্তু যেহেতু বিদ্রোহীদের যথেষ্ট জনসমর্থন রয়েছে, তাই তাদের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় বেসামরিক লোকজনের ওপর নির্যাতনের অনেক অভিযোগ ওঠে ওয়াগনারের বিরুদ্ধে।
এ বছরের শুরুর দিকে মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় অভিযোগ করে যে মালি এবং সিএআরএ ওয়াগনার ভাড়াটে বাহিনী গণহারে হত্যা, ধর্ষণ, শিশু অপহরণ সহ নানারকম অপরাধে লিপ্ত।
প্রিগোশিনের বিদ্রোহের পর ওয়াগনারের ভেতর যে বিভেদ দেখা দেবে তাতে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিকে অর্থনৈতিকভাবে লোভনীয় সব কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ তারা হারাতে পারে।
আরেকটি ভয় হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে সিএআরএ ওয়াগনারের ভাড়াটে যোদ্ধাদের সাথে বিদ্রোহীদের যোগাযোগ তৈরি হতে পারে, বিশেষ করে খনিজসম্পদ সমৃদ্ধ এলাকাগুলোতে। এবং তা হলে চাদ বা সুদানের মত প্রতিবেশী দেশগুলোতে স্থিতিশীলতা আরও হুমকিতে পড়তে পারে।
তবে প্রেসিডেন্ট টুডেরার সরকারের বড় ভরসা হচ্ছে যে তাদের সাথে মস্কোর সরাসরি সম্পর্ক এখন দিন দিন ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।
সিরিয়ায় ওয়াগনারের সংশ্লিষ্টতার প্রেক্ষাপট অবশ্য পুরোপুরি ভিন্ন। ২০১৫ সালে সিরিয়ার বিদ্রোহীরা দেশের অধিকাংশ এলাকা দখল করে নিয়ে বামার আল আসাদ সরকার রুশ সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়। রাশিয়ার হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি পাল্টে যায়, এবং এখন দিশের সিংহভাগ এলাকা সরকারের নিয়ন্ত্রণে। তবে তার জন্য সিরিয়ার জনগণকে অসামান্য মূল্য দিতে হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে রুশ বাহিনী ২০১৫ সাল তেকে যেভাবে বিভিন্ন শহর ও জনপদে বোমাবর্ষণ করেছে তাতে হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে।
ভূমধ্যসাগরের উপকূলে সিরিয়ার লাতাকিয়া বিমান ঘাঁটি এখন পুরোপুরি রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে। এখান থেকে আফ্রিকার বিভিন্ন জায়গায় ওয়াগনারের কাছে রসদ সরবরাহ করা হয়। সিরিয়ার ভেতরেও ২০১৫ সাল থেকেও ওয়াগনার তৎপর। তাদের অবস্থান মূলত সেদেশের তেলের খনিগুলোর কাছে যেখানে আইসিসের তৎপরতা রয়েছে।
সিরিয়ায় মোতায়েনের দু বছরের মধ্যেই ওয়াগনারের বিরুদ্ধে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠতে থাকে। ২০১৭ সালে একজন সিরীয়কে নির্যাতন করে হত্যার পর তার মরদেহ জ্বালিয়ে দেওয়ার ছবি ওয়াগনারের যোদ্ধারা নিজেরাই তুলেছিল।
ঐ ভিডিও ক্লিপ অনলাইনে ফাঁস হয়ে যায় যা দেখে অপরাধীদের শনাক্ত করা হয়। নিহত ব্যক্তির একজন আত্মীয় পরে মস্কোতে ছয়জন ওয়াগনার যোদ্ধার বিরুদ্ধে মামলা করেন। তবে রাশিয়া তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরঞ্চ তাদের একজনকে প্রেসিডেন্ট পুতিন সাহসিকতার জন্য পুরস্কার দিয়েছিলেন। সিরিয়ায় রুশ উপস্থিতি যেহেতু একান্তই রাশিয়ার সরকারি ব্যাপার তাই ক্রেমলিনের সাথে ওয়াগনারের বিরোধের তেমন কোনো প্রভাব সিরিয়ায় পড়বে না। তবে সিরিয়ায় যেসব ওয়াগনার যোদ্ধা তৎপর তারা এখন কী করে সেদিকে অনেকেরই নজর থাকবে। কারণ, সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বিশ্বের অনেকগুলো শক্তিধর দেশ জড়িয়ে গেছে।

টুকরো খবর

চূড়ান্ত আন্দোলনে যাচ্ছে বিএনপি, টানা কর্মসূচি আওয়ামী লীগের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঈদের পর এক দফার আন্দোলন শুরু করবে বিএনপি ও তার শরিকরা। তারা মনে করছে, সরকারের বিদায় ছাড়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের দাবি পুরণ হবে না। আর আওয়ামী লীগ টানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিএনপির আন্দোলন মোকাবেলা ও নির্বাচন করতে চাচ্ছে। বিএনপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে, তারা মনে করছেন জুলাই আগস্টের মধ্যেই যা করার করতে হবে কারণ এরপর সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। নির্বাচনের তফসিল হয়ে গেলে দলের মধ্যে নির্বাচন নিয়ে নানা মত তৈরি হতে পারে। তখন আন্দোলন জমানো কঠিন হবে। সরকার তখন বিএনপির মধ্য থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী খুঁজতে পারে। জাতীয় পার্টিসহ আরো কিছু রাজনৈতিক দল নানা হিসাব নিকাশ করে নির্বাচনমুখী হতে পারে। আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দল তো আছেই। তাই নির্বাচনের হাওয়া শুরু হওয়ার আগেই সরকারকে বিদায় করে বিএনপি নির্দলীয় সরকারের দাবি আদায় করে নিতে চায়। তারা মনে করে, এই সময়ে সরকারের ওপর সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ আরো বাড়বে। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছি। এবারের আন্দোলন হবে অতীতে আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যেভাবে আন্দোলন করেছে সেভাবে। তারা জাতীয় পার্টি ও জামায়াতকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করেছে। আমরা দেখেছি দেশের মানুষ দেখেছে তারা কীভাবে আন্দোলন করেছে। আমরাও সেভাবে করব। রাজপথের আন্দোলন যেভাবে হয় সেভাবে হবে। সেই আন্দোলন কতটা কঠোর হবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা নির্ভর করবে সরকারের ওপর। সরকার যদি আমাদের আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করে আমরাও তার জবাব দেব, প্রতিরোধ করব। তিনি মনে করেন, ঈদের পর সরকারের ওপর সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের আন্তর্জাতিক চাপ আরো বাড়বে। আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়বে সরকার।
মঙ্গলবার বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী ঈদের পর দেশ বাঁচাতে মেহনতি জনতার পদযাত্রা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। আগামী ১৫ জুলাই নোয়াখালীতে এই কর্মসূচি শুরু হবে। এরপর দিনাজপুরে ১৯ জুলাই, রাজশাহীতে ২৮ জুলাই, যশোরে ৫ আগস্ট, হবিগঞ্জে ১২ আগস্ট ও বরিশালে ১৯ আগস্ট কর্মসূচি পালিত হবে। এই কর্মসূচি সফল করবে জাতীয়তাবাদী কৃষক দল, শ্রমিক দল, তাঁতীদল ও মৎস্যজীবী দল। কর্মসূচি বাস্তবায়নের সমন্বয়ক বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন ওই চার সংগঠনের নেতাদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করেছেন। তারা এই এলাকাগুলোতে সমাবেশও করবে। ঢাকায়ও এই কর্মসূচি হতে পারে।

বিএনপির শ্রমিক দলের মাধ্যমে ঢাকা ছাড়া ছয় শহরে সমাবেশ করার পরিকল্পনা করেছে। ১৪ জুলাই চট্টগ্রামে প্রথম সমাবেশ হবে। এরপর গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহে সমাবেশ হবে। বিএনপির চলমান কর্মসূচির মধ্যে আছে তারুণ্যের সমাবেশ। ১৮ জুন চট্টগ্রাম থেকে এটা শুরু হয়েছে। ২২ জুলাই ঢাকায় সমাবেশের মধ্য দিয়ে শেষ হবে। আগামী ৯ জুলাই সিলেট এবং ১৭ জুলাই খুলনায় এই সমাবেশ হবে। বিএনপি নেতারা বলছেন এটা আসলে মূল কর্মসূচি নয়। এর মাধ্যমে সব শ্রেণির মানুষকে আন্দোলনে যুক্ত করা হবে। এই কর্মসূচির মধ্যেই নতুন কর্মসূচি দেয়া হবে। এজন্য যুগপৎ আন্দোলনে যারা আছে তাদের সঙ্গে দ্রুতই বৈঠক হবে। বিএনপি চায় তাদের যুগপৎ আন্দোলনে শরিক সব দলকে নিয়ে নির্বাচনকালীন এবং নির্বাচন পরবর্তী সরকারের রূপরেখা চূড়ান্ত করে এক দফার সরকার পতনের আন্দোলনে যেতে। সেটা তারা ১৫ জুলাইয়ের আগেই চূড়ান্ত করতে চান। এখন পর্যন্ত বিএনপি এককভাবেই কর্মসূচি ঘোষণা করছে।
বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের শরিক গণতন্ত্র মঞ্চ আলাদাভাবে ১৯, ২০ এবং ২১ জুলাই ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রোড মার্চ করবে। এর আগে ১৭ জুলাই বরিশালে তাদের সমাবেশ করার কথা আছে। তারাও ঢাকাসহ কয়েকটি জেলায় পদযাত্রাসহ সমাবেশ করতে চায়। এইসব কর্মসূচি নিয়ে ৪ জুলাই তারা বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করবে। শামসুজ্জামান দুদু বলেন, এই সরকারের বিদায় ছাড়া নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠন সম্ভব নয়। তাই চূড়ান্ত আন্দোলন এক দফারই হবে। আমরা মনে করি জুলাই আগস্টই চূড়ান্ত আন্দোলনের সময়। এরপর নির্বাচনের তফসিলের সময় এসে যাবে। তার আগেই আমরা আমাদের দাবি আদায়ের চূড়ান্ত আন্দোলন করব। আমাদের সঙ্গে যারা যুগপৎ আন্দোলনে আছেন তাদের নিয়েই কর্মসূচি দেয়া হবে।
ঈদের পরে আওয়ামী লীগ সারাদেশে টানা কর্মসূচি পালন করতে যাচ্ছে। এরমধ্যে আছে শান্তি সমাবেশ, জনসভা, উঠান বৈঠক, লিফলেট বিতরণ। ১২ জুলাই প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা কোটালিপাড়া ও টুঙ্গিপাড়ায় দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের সাথে মত বিনিময় করবেন। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় আটটি টিম সারাদেশ সফর শুরু করবে ঈদের পর থেকেই। জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের আর কোনো কর্মসূচি এখনো ঘোষণা করা না হলেও ঈদের পরই কর্মসূচি দেয়া হবে বলে আওয়ামী লীগ নেতারা জানান। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে ঢাকা থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তাদের ধারাবাহিক শান্তি সমাবেশ চলবে। বিএনপির কর্মসূচির দিকে খেয়াল রেখে এলাকায় এলাকায় শান্তি সমাবেশের কর্মসূচি দেয়া হবে। আর স্থানীয় পর্যায়ে সাংগঠনিক কর্মসূচিও দেয়া হবে। কেন্দ্রীয় নেতাদের টিম জুলাই থেকেই সফর শুরু করবে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
29:06:2023

দেশের দশের কথা

রাজনীতির তোলপাড়

সাফ ফুটবলের সেমিফাইনাল খেলতে বাংলাদেশের সামনে বেসব চ্যালেঞ্জ

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ এশিয়ান ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ সাফের গ্রুপ পর্বে বৃহস্পতিবার নিজেদের শেষ ম্যাচে ভুটানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সময় রাত আটটায় শুরু হবে এই ম্যাচটি। প্রথম ম্যাচে নেবানানের বিপক্ষে হারের পর মালদ্বীপের বিপক্ষে বড় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ, যে কারণে এখনও বাংলাদেশের জন্য সেমিফাইনালে ওঠার পথ খোলা রয়েছে। কিন্তু সেজন্য শুধু ম্যাচ জিতলেই হবে না, অন্য ম্যাচের ফলাফল এবং গোলের ব্যবধানের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে। নেবাননের বিপক্ষে ২০ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ, পরের ম্যাচে মালদ্বীপকে হারিয়েছে ৩১ গোলে এখনও পর্যন্ত গোল ব্যবধানে বাংলাদেশ সমতায় অবস্থান করছে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন মুখপাত্র জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফুটবল দল এখন বেশ ফুরফুরে মেজাজে আছে, মালদ্বীপের বিপক্ষে জয় গোটা দলের আত্মবে বদলে দিয়েছে। ম্যাচের পর টিম হোটেলে গিয়ে কেক কেটে আনন্দ উদযাপন করেছেন ফুটবলাররা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিও ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে দেখা যাচ্ছে মালদ্বীপের বিপক্ষে দ্বিতীয় গোলদাতা কাজী তারিক মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আজেন্টিনা বিশ্বকাপ শুরু করেছিল প্রথম ম্যাচ হেরে, এরপর কী হয়েছে সবাই জানে, ফ্যাতো আমরাও...

রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিচ্ছেন নেপালিরা ঃ তদন্ত

মস্কো (এজেন্সী) ঃ রামেশ (ছদ্মনাম) উন্নত জীবনের আশায় স্টুডেন্ট ভিসায় নেপাল থেকে রাশিয়ায় এসেছিলেন। নেপালে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকা এই তরুণ কোনোভাবে চেয়েছিলেন এ থেকে মুক্তি পেতে।

পড়াশোনা শেষে হয় তিনি নেপালে ফিরে গিয়ে সাধারণ কোন চাকরি করতেন অথবা রাশিয়ায় ভালো কোন চাকরি খুঁজতেন। কিন্তু এসব এতো সোজা ছিল না।

নেপাল সরকারের এক সমীক্ষা অনুসারে, ২০১৭-১৮ সালে দেশটিতে বেকারত্বের হার ছিল ১১.৪ শতাংশ।

এর আগে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা তাদের প্রতিবেদনে বলেছে যে, নেপালের বেশিরভাগ চাকরি অসংগঠিত খাত সংশ্লিষ্ট। যেখানে যথেষ্ট বেতন মিলে না।

রামেশ অনলাইনে এক আলাপচারিতায় জানান, আমার মতো রাশিয়ায় আসা অন্য ছাত্ররা একই দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তারা ভালো কোন চাকরি পাচ্ছে না।

রামেশ এবং তার মতো নেপালের আরও অনেকে যখন এমন এক সংশয়ের সাথে লড়াই করেছিল তখন রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ শুরু করে। ইউক্রেনের ওই যুদ্ধে রুশ সেনাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

যুদ্ধের শুরু দিকে হাজার হাজার রুশ সৈন্য মারা যান। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং তার সাংসদরা রুশ আইনে কিছু পরিবর্তন আনেন। যেন সেনাবাহিনীতে বিদেশিদের যোগদান সহজ ও আকর্ষণীয় হয়। মস্কো তার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক প্রকার লাল গালিচা বিছিয়ে বিদেশিদের স্বাগত জানিয়েছে।

যেখানে মোটা অংকের বেতন থেকে শুরু করে রাশিয়ার নাগরিক হওয়ার প্রক্রিয়া সহজ করাসহ নানা সুবিধা দেয়া হয়।

রামেশ বলেছেন যে, তিনি রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদানের লাভজনক প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।

তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি লিখিত পরীক্ষা এবং মেডিকেল পরীক্ষার পরে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হন।

তিনি বলেছেন যে, তিনি এই প্রক্রিয়ায় এক লাখ নেপালি রুপি ব্যয় করেছেন, তবে তিনি কাকে এই অর্থ প্রদান করেছেন তা প্রকাশ করেননি।

নথিভুক্তির আবেদন ও যোগদানের কাজটি আস্থার ভিত্তিতে করা হয়, তিনি বলেন।

রামেশ তার টিকটক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে তার সেনাবাহিনীতে যোগদানের খবর ছড়িয়ে দেন। সেখানে রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়ার নানা উপায়ের কথা তুলে ধরা হয়। তার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা বিভিন্ন ভিডিওতে তিনি বলেছেন যে এই সিদ্ধান্ত নেয়া তার জন্য কতোটা কঠিন ছিল।

একজন সৈনিকের কাজ হল 'হয় করো না হলে মরো'। আপনি যদি এমনটা করতে চান তবেই যোগ দিন। একটি ভিডিওতে তিনি এমন একটি বার্তা লিখেছেন।

তথ্যমূলক শিরোনামে অন্য একটি ভিডিওতে তিনি বলেছেন এখানে অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আপনি যা আশা করবেন তেমনটা হবে না। আমি মনে করি এটা জীবনের কঠিন দিক। কারণ এই দেশটি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লড়াই করছে।

মস্কো তার সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক প্রকার লাল গালিচা বিছিয়ে বিদেশিদের স্বাগত জানিয়েছে।

বিবিসি শেষবার যখন রামেশের সাথে যোগাযোগ করে, তখন তিনি বলেছিলেন যে তার কাছে খুব কম সময় আছে কারণ তাকে প্রশিক্ষণের জন্য বেলারুশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপর থেকে বিবিসি তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি।

এক সপ্তাহের দীর্ঘ তদন্তে, বিবিসি নেপালি দেখতে পেয়েছে যে রামেশই একমাত্র নেপালি নন যিনি রাশিয়ান বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন।

রাজও একজন শিক্ষার্থী হিসেবে উচ্চ শিক্ষার জন্য রাশিয়ায় গিয়েছিলেন। মস্কো যখন ২০২২ সালের এপ্রিলে তাদের সেনাবাহিনীতে বিদেশিদের নিয়োগে প্রক্রিয়া ঘোষণা করে, তখন তিনি নেপালিদের কাছ থেকে সাহায্যের জন্য কল পেতে শুরু করেন।

তারা মূলত চাইছিলেন যেন রাজ তাদের রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য রুশ ভাষায় ফর্ম পূরণ করতে সহায়তা করে। কারণ তাদের রুশ ভাষা সম্পর্কে কম জ্ঞান ছিল। তিনি বিবিসিকে বলেন, আমি কিছু নেপালিদের রুশ সেনাবাহিনীতে নাম লেখাতে আবেদনপত্র পূরণের জন্য সাহায্য করেছিলাম, যাদের সাথে আমার পরিচয় ছিল। বর্তমানে, তারাই রুশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করতে ইচ্ছুকদের আমার ফোন নম্বর দিচ্ছেন, তিনি বিবিসিকে বলেন।

রাজ মূলত রাশিয়ায় পড়াশোনার উদ্দেশ্যে আসতে ইচ্ছুক নেপালি শিক্ষার্থীদের পরামর্শদাতা বা কাউন্সেলর হিসেবে কাজ করতেন।

এখন রাশিয়ান সেনা পদে যোগদানের জন্য প্রাক্তন নেপালি সৈন্য এবং ছাত্ররা তার কাছে সাহায্য চাইতে আসেন।

তিনি এক সময়ে ৪০-৫০টি ফোন কল পান এবং তাদের বেশিরভাগই জানতে চাইতো যে তারা কীভাবে রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে পারে।

কিছু নেপালি যুবক যারা তাদের রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগদানের ভিডিও পোস্ট করেছিল তারা বিবিসিকে রাজের পরিচয় দেয়।

রাজ বলেছেন যে নেপালিদের রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া অবৈধ কিনা তা তিনি জানেন না। তিনি বলেছেন যে তিনি তার সেবার জন্য কোনও অর্থ গ্রহণ করেন না - তবে কিছু নেপালি যারা তার সাহায্য নিয়েছিলেন তারা দাবি করেছেন যে তারা প্রত্যেকে তাকে এক লাখ করে নেপালি রুপি দিয়েছে।

ইউক্রেনে রুশ হামলার নিন্দা জানিয়েছে নেপালি সরকার এবং তারা পশ্চিমা দেশগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে।

নেপাল বলেছে যে, তাদের নাগরিকদের রুশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার বিষয়ে কোনও তথ্য তাদের কাছে নেই।

নেপালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেওয়া লামসাল বিবিসি নেপালিকে বলেছেন, এটি আমাদের নীতির সাথে যায় না। ১৯৪৭ সালে নেপালি নাগরিকদের বিদেশি সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিষয়ে ব্রিটেন, নেপাল এবং ভারতের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

চুক্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে নেপালি নাগরিকদের ভারতীয় ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হবে। একইসাথে, এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে নেপালিদের যারা তাদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ দেবে সেখানে তাদেরকে ভাড়াটে হিসেবে গণ্য করা হবে না। এর বাইরে অন্য কোনও দেশের সেনাবাহিনীতে যোগদানের ক্ষেত্রে নিজ দেশের নাগরিকদের সমর্থন করার কোনও নীতি সরকারের নেই।

বিবিসি নেপালি এই বিষয়ে জানতে মস্কোতে কাঠমান্ডুর রাষ্ট্রদূত মিলনরাজ তুলাধারের সাথে যোগাযোগ করেছে।

যারা রাশিয়ায় বেড়াতে বা পড়াশুনার উদ্দেশ্যে আসে তারা অন্য নানা কাজে নিয়োজিত হতে পারে না। নেপালের শুধুমাত্র ভারত এবং ব্রিটেনের সাথে সেনা নিয়োগের বিষয়ে একটি চুক্তি রয়েছে রাশিয়ার সাথে এ বিষয়ক কোন চুক্তি নেই, তুলাধার বলেন।

তিনি আরও বলেন যে, টিকটকে পোস্ট করা ভিডিওগুলি যাচাই করা যায়নি। বিবিসির তদন্তে যা পাওয়া গেছে বিবিসি এরকম কিছু টিকটক ভিডিও তদন্ত করে দেখেছে যে সেগুলি রাশিয়ার ভেতরে যেখানে সামরিক ক্যাম্প রয়েছে এমন এলাকা থেকে পোস্ট করা হয়েছে।

কিছু অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা নথিগুলো বিবিসি রাশিয়ান সার্ভিসের মাধ্যমে যাচাই করা হয়েছে। বিবিসি রাশিয়ান সার্ভিসের সাংবাদিক আন্দ্রে কোজেনকো অন্তত দুটি অ্যাকাউন্ট চেক করেছেন যেখানে রাশিয়ার সামরিক নথির ছবি পোস্ট করা হয়েছে।

আমাদের হাতে আসা দুটি নথি থেকে জানা যায় ওই দুই যুবক রাশিয়ান সামরিক বাহিনীতে রয়েছে, কোজেনকো বলেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সামরিক পদমর্যাদা, পুরো নাম ও অভিভাবকের নাম ওই নথিতে প্রকাশ করা হয়। নথিতে তারা যে সামরিক ইউনিটগুলোর জন্য কাজ করে সে সম্পর্কেও তথ্য রয়েছে। বিবিসি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে জানতে কাঠমান্ডুতে রাশিয়ান দূতাবাসের সাথে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে। তবে এই প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত তাদের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নেপালে ভালো সুযোগের অভাব রয়েছে যার কারণে দেশটির তরুণরা বিদেশি সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে।

ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞানী টিকারাম গৌতম বলেন, নেপালিরা পড়াশোনা বা বেড়াতে যাওয়ার অজুহাতে বিদেশে গেলেও, তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে সেখানে গিয়ে কাজ করা এবং উপার্জন করা।

এই তরুণদের রাশিয়ান সেনাবাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, সেনাবাহিনীতে তারা কয়েক মাসে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছে তার সমপরিমাণ আয় কোন খাত থেকে করতে গেলে অন্তত কয়েক বছর সময় লাগতো।

নেপাল সরকারের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৭২৯ নেপালি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় গিয়েছে।

নেপালের অভিবাসন বিভাগের তথ্য মতে, তাদের মধ্যে ৭৪৯ নেপালি শিক্ষার্থী হিসেবে রাশিয়ায় গিয়েছে এবং বাকি ৩৫৬ জন নেপালি গিয়েছে চাকরির উদ্দেশ্যে।

রাশিয়ায় অবস্থানরত যে নেপালিদের সাথে আমরা কথা বলেছিলাম, রাজসহ যারা তাদের রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে সাহায্য করেছিল, তাদের বক্তব্যেও ঘুরে ফিরে মি. গৌতমের যুক্তি উঠে আসছে।

আমরা এখানে টাকার জন্য এসেছি, এমনটাই বলেছেন রাশিয়ান সেনাবাহিনীতে যোগ দেয়া এক ব্যক্তি। এবং এ নিয়ে তিনি টিকটকে একটি ভিডিও করেছেন।

আমাদের এখানে যা অফার করা হয় আমরা সেটা নেপালে উপার্জন করতে পারি না। আপনি অন্য দেশেও এত পরিমাণ উপার্জন করতে পারবেন না। আপনাদের যাদের হৃদরোগের সমস্যা নেই তারা এখানে আসতে পারেন, তিনি বলেন।

আরেকজন যুবক যার সাথে বিবিসির কথা হয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমরা যদি আমাদের জীবনের মায়ায় নেপালে ফিরে আসি, সেখানে কী আমরা চাকরি পাব?

যারা ইউক্রেনে রাশিয়ার পক্ষে লড়াই করবে তাদেরকে আরও বেশি বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাশিয়ার সরকার।

রাজ বলেন, প্রশিক্ষণের সময় নেপালিদের ৬০ হাজার নেপালি টাকার সমান বেতন দেওয়া হয়।

আরেকজন যিনি রাশিয়ান সামরিক প্রশিক্ষণে আছেন বলে দাবি করেছেন, তার চুক্তিতে বলা হয়েছে যে প্রশিক্ষণের সময়কাল পার হওয়ার পরে তাকে প্রতি মাসে এক লাখ ৯৫ হাজার রুবল বেতন দেওয়া হবে। এই বেতনের মূল্য তিন লাখ নেপালি টাকার বেশি। এক বছরের চুক্তি শেষ হওয়ার পরে, সৈন্যরা রাশিয়ান পাসপোর্ট পাবেন এবং তারা তাদের পরিবারের সদস্যদেরও রাশিয়ায় আনতে পারবেন, রাজ বলেন।

মোদীকে প্রশ্ন করা মুসলিম সাংবাদিকের হেনস্থার কড়া নিন্দায় হোয়াইট হাউস

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরে তাঁকে ভারতে সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন করার জেরে একজন মার্কিন মুসলিম সাংবাদিককে সোশ্যাল মিডিয়াতে যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে, তার তীব্র নিন্দা করেছে হোয়াইট হাউস।

হোয়াইট হাউসে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মুখপাত্র জন কাবি ২৬ জুন এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক সাবরিনা সিদ্দিকিকে যে অনলাইনে হেনস্থা করা হচ্ছে সে বিষয়ে তারা অবহিত। এই ধরনের আচরণকে 'সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য' বলে বর্ণনা করে তিনি বলেন, গত সপ্তাহে (নরেন্দ্র মোদীর) রাষ্ট্রীয় সফরের সময় গণতন্ত্রের যে নীতি প্রদর্শিত হয়েছিল এটা তারও পরিপন্থী।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের পক্ষ থেকেও সাবরিনা সিদ্দিকির সমর্থনে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, তিনি একজন সম্মানীয় সাংবাদিক, যিনি তাঁর সততা ও নিরপেক্ষ রিপোর্টিংয়ের জন্য পরিচিত। ওই পত্রিকাটি যে তাদের একজন সাংবাদিককে এভাবে হেনস্থা করাটা কিছুতেই মেনে নেবে না, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের পক্ষ থেকে সেটাও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়।

এর আগে গত ২২শে জুন হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে মি মোদীকে প্রশ্ন করার পর থেকেই সাবরিনা সিদ্দিকি ভারত ও ভারতের বাইরে দক্ষিণপন্থী ও হিন্দুত্ববাদীদের ট্রোলিংয়ের নিশানায় পরিণত হন। ভারতের শাসক দল বিজেপির তথ্যপ্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালভিয়া পর্যন্ত মিস সিদ্দিকির করা প্রশ্নটিকে 'অভিসন্ধিমূলক' বলে বর্ণনা করেন। একটা পর্যায়ে মিস সিদ্দিকি ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে তার সাপোর্ট করার পুরনো ছবি পোস্ট করে এটাও প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে তিনি মোটেও ভারতবিরোধী নন। কিন্তু পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসে তার পোস্ট করা শুভেচ্ছা বার্তা বা আরও অন্যান্য পোস্ট খুঁড়ে বের করে বিজেপি সমর্থকরা এটা দেখানোর চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছেন যে সাবরিনা সিদ্দিকি আসলে একজন পাকিস্তানপ্রেমী এবং তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে অপদস্থ করা।

৩৬ বছর বয়সী সাবরিনা সিদ্দিকির জন্ম আমেরিকায়, তিনি পাকিস্তান থেকে আসা অভিবাসী বাবা-মায়ের সন্তান - যদিও তার বাবার জন্ম হয়েছিল ভারতে । ছোটবেলায় সাবরিনা অনেক বছর ইতালিতেও কাটিয়েছেন। আমেরিকার নর্থওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে সাংবাদিকতার স্নাতক সাবরিনা এই মুহূর্তে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের হোয়াউট হাউস করেসপন্ডেন্ট হিসেবে কর্মরত। এর আগে তিনি দ্য গার্ডিয়ান বা হাফিংটন পোস্টেও কাজ করেছেন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যখন আচমকা যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে যান, তখন সেই সফরে যে দু'জন মাত্র সাংবাদিক তাঁর সঙ্গী হতে পেরেছিলেন তার একজন ছিলেন সাবরিনা সিদ্দিকি।

ভারতের সুপরিচিত সাংবাদিক ও ফ্যাক্টচেকার মহম্মদ জুবায়ের আরও জানাচ্ছেন, সাবরিনা আসলে উনিশ শতকের বিখ্যাত ভারতীয় দার্শনিক স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের 'গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার' - অর্থাৎ চার প্রজন্ম পরের নাতনি।

তবে আপাতত হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে গত সপ্তাহে তার করা প্রশ্নটিই সাবরিনা সিদ্দিকিকে এক বিপুল সংখ্যক ভারতীয়র সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বিজেপির সাইবার প্রচার বিভাগের প্রধান অমিত মালভিয়া টুইটারে মিস সিদ্দিকিকে কার্যত 'টুলকিট গ্যাং'-এর সদস্য বলে বর্ণনা করেছেন।

ভারত সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রচারে যারা 'ডিজিটাল টুল'কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন, তাদেরকে বোঝাতেই বিজেপি এই শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করে থাকে।

হিন্দুত্ববাদী ভারতীয়আমেরিকানদের একটি হ্যান্ডল থেকে সাবরিনা সিদ্দিকিকে আবার 'পাকিস্তানি ইসলামিস্ট' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

তারা লিখেছে, পাকিস্তানে নারী ও সংখ্যালঘুদের ওপর নৃশংস নিপীড়ন নিয়ে এই সাবরিনা সিদ্দিকি জীবনে একটি শব্দও বলেননি। শুধু ভারতকে আক্রমণ করে গেছেন - কারণ তার ডিএনএ পাকিস্তানি। পাকিস্তানের জন্য দোয়া চেয়ে ইনস্টাগ্রামে করা সাবরিনা সিদ্দিকির আট বছরের পুরনো পোস্ট তুলে এনে অনেকেই আবার ইঙ্গিত করেছেন - তিনি অন্তর থেকে একজন পাকিস্তানি এবং ভারতের গণতন্ত্রকে হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ওই প্রশ্নটি করেছিলেন।

'অপইন্ডিয়া' নামে ভারতের একটি দক্ষিণপন্থী পোর্টালেও সাবরিনা সিদ্দিকিকে 'পাকিস্তানি বাবা-মায়ের কন্যা' বলে অভিহিত করা হয় - এবং বলা হয় তিনি আসলে ইসলামপন্থীদের কথারই প্রতিধ্বনি করছেন।

অনলাইনে এই ব্যাপক 'ট্রোলিং'য়ের মুখে পড়ে গত শনিবার সাবরিনা নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে লেখেন ঃ আমার ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে অনেকেই যেহেতু নানা কিছু লিখছেন, তাই এখানে পুরো ছবিটা দেওয়াই উচিত মনে করি।

অনেক সময় আইডেন্টিটি বা পরিচিতি জিনিসটা আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তার চেয়েও অনেক বেশি জটিল!

সঙ্গে তিনি দুটো পুরনো ছবি দেন, যাতে বাড়িতে বাবার সঙ্গে সোফায় বসে তাকে ভারতীয় ক্রিকেট টিমকে সমর্থন করতে দেখা যায়। তখন ভারতের ক্রিকেট টিমের স্পনসর ছিল সাহারা গোষ্ঠী, সেই সাহারা লেখা জার্সিই ছিল সাবরিনার পরনে।

সাবরিনা যে সংবাদপত্র গোষ্ঠীর হয়ে কাজ করেন, সেই ওয়াল স্ট্রিট জার্নালও ইতিমধ্যেই খুব জোরালোভাবে তার পাশে থাকার বার্তা দিয়েছে।

'সাউথ এশিয়ান জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন' বা 'সাজা'ও সাবরিনা সিদ্দিকির প্রতি সংহতি প্রকাশ করে বলেছে, বহু দক্ষিণ এশীয় ও নারী সাংবাদিকের মতো তিনিও শুধুমাত্র নিজের কাজটুকু করার জন্য হেনস্থার শিকার হচ্ছেন।

সাজার প্রেসিডেন্ট মাইথিলি সম্পথকুমার এর সঙ্গেই যোগ করেন, সাবরিনা সিদ্দিকি খুবই সঙ্গত একটি প্রশ্ন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর টিম বা যারা খবরের দুনিয়ায় নজর রাখেন তাদের সবার কাছে এই প্রশ্নটা প্রত্যাশিত ছিল।

এরপর সোমবার হোয়াইট হাউসের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়েও সাবরিনা সিদ্দিকিকে হেনস্থা করার প্রসঙ্গটি ওঠে। এনবিসির একজন সংবাদদাতা বলেন, সাবরিনা সিদ্দিকি একজন মুসলিম ধর্মাবলম্বী বলে তাকে নিশানা করা হচ্ছে এবং ভারতে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদরা এই আক্রমণে নেতৃত্ব দিচ্ছেন।